আমাদের সকল গল্পের pdf লিংক

আংটি

বিয়ে হয়েছে মাত্র তিনদিন হলো। তিন দিনের মাথায় আদরের ছোট বোনটি বাড়ি ফিরে বললো,
- যদি আত্মহত্যা পাপ না হতো, তাহলে এতক্ষণে সবাই আমার লাশ দেখতে পারতো।

তানিয়ার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম। দু'চোখ তুলে তানিয়ার মুখের দিকে স্পষ্ট দৃষ্টিতে তাকালাম। তার বোকা সুলভ চেহারাটা একদম রেগে আছে। চোখ মুখ ফুলে আছে। চোখ দেখে বুঝতে পারলাম, বোনটা হয়তো পুরো রাতটি নির্ঘুম ছিল।

তানিয়ার হাতে কাপড় ভর্তি বিশাল ব্যাগ। এতক্ষণ ব্যাগটা খেয়াল করিনি। ব্যাগ দেখে চমকালাম। বিয়ে হয়েছে মাত্র তিন দিন হলো, এর মধ্যেই সব কাপড় চোপড় নিয়ে চলে আসার কারণ কি ? আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম,
- তানিয়া তুই এমন রেগে আছিস কেন ? এতো দূরের পথ একা একা চলে এসেছিস ?

- হুম, একাই চলে এসেছি। শুধু যে এসেছি তা নয়, একেবারেই চলে এসেছি। ওই বাড়িতে আর কখনোই যাবো না।

তানিয়া মুখ দিয়ে একবার যা বলে তাই করে। যে কোন সিদ্ধান্ত হঠাৎ করে নিয়ে নেয়, এমনটা ও নয়। ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিবে, যেটা নিবে সেটাই ফাইনাল। মাথা নিচু করে বললাম,
- ঠিক আছে, যেতে হবে না। আগে তুই শান্ত হয়ে নে।

তানিয়া করুণ গলায় বললো,
- ভাইয়া তুমিই বলো, কিভাবে শান্ত হবো ? তুমি কি জানো গতকাল রাতটা আমার কিভাবে কেটেছে ? এই নাও আংটি, এই আংটিটা যতক্ষণ আমার হাতে থাকবে ততো ক্ষণ আমি শান্ত থাকতে পারবো না।

তানিয়া মাঝখানের আঙ্গুল থেকে আংটিটা খুলে এগিয়ে এসে আমার হাতে দিলো। আমি আংটিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলাম। এই আংটিটা তানিয়াকে বিয়ের আগে দেখতে এসে দিয়েছিল। তানিয়ার স্বামী ফয়সাল যখন ফ্যামিলির সাথে দেখতে এসেছে, এসেই আংটিটা পড়িয়েছিল। দেখতে এসে তনিয়াকে তাদের ভীষণ পছন্দ হয়েছে, পছন্দের মানুষকে আংটি পড়িয়ে যাওয়ার যে নিয়ম চালু রয়েছে তা পুরোপুরি পালন করা হয়েছে।

আংটি টার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম,
- শুনেছি স্বামীর কাছ থেকে পাওয়া আংটি রাগ করে আঙ্গুল থেকে খুলে ফেললে সংসারের অমঙ্গল হয়। শুন তানিয়া, রাগ দেখানো ভালো, তবে এতটা নয়। বোনটা আমার বলনা, এতটা রেগে আছিস কেন ?

তানিয়া চুপ করে আছে। হঠাৎ করেই মুখ কালো করে মাথা নিচু করে ফেললো। তার চুল এলোমেলো। এলোমেলো চুল মুখের সামনে এসে পড়ে রয়েছে। বললাম,
- আরে আরে তোরে তো পাগলের তো দেখাচ্ছে, চুলগুলো ঠিক কর।

তানিয়া ঘাড় সোজা করে আমার চোখে চোখ রাখলো। তার চোখ বেয়ে পানি পড়ছে, চোখে পানি দেখে বিস্ময় নিয়ে তাকালাম। বোনটাকে আগে কখনো কাঁদতে দেখিনি। যেদিন বিয়ে হলো, সেদিন ও এক মিনিটের জন্য ও কাঁদেনি। আমার এতো রাগী বোনটা চোখের পানি ফেলছে কেন ?

তানিয়ার গলায় কালো দাগ দেখে আশ্চর্য হলাম। একটু এগিয়ে এসে গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে দেখি গলার কাছে কালো দাগটা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ একজন মোটা রশি জাতীয় কিছু দিয়ে গলায় চেপে ধরে রেখেছিল।

আমি আংটি হাতে নিয়ে দৌড়ে দু'তালায় উঠলাম। আমাদের ঘরের কিচেন রুমটা দু'তালায় মায়ের শোবার রুমের পাশেই। মা বেশির ভাগ সময়টা কিচেন রুমে কাটায়। রান্নাবান্না নিয়ে মায়ের যে আগ্রহ, এতটা আগ্রহ পৃথিবীতে আর কারো আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে।

মাকে কিচেন রুমে পাওয়া গেলো। চুলায় আগুন জ্বলছে, হয়তোবা খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। আজকে শুক্রবার, এই দিন আমাদের ঘরে খিচুড়ি রান্না হয়। মায়ের হাতের এই খিচুড়িটা আমার জন্য স্পেশাল একটা খাবার। ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার পর ক্যান্টিন থেকে বন্ধুদের সাথে অনেকবার খিচুড়ি খাওয়া হয়েছে। মায়ের তৈরি করা খিচুড়ির যেই স্বাদ তা কোথা ও পাই নি।

সন্তানদের অস্থিরতা সবার আগে যে মানুষটা টের পায় সে হলো মা। আমাকে দেখেই আমার মনের ভেতরের অস্থিরতা মা বুঝতে পারলো। আতঙ্কিত গলায় বললো,
- কি হয়েছে রাকিব ? তোরে এতটা অস্থির দেখাচ্ছে কেন ?

আমি যতোটুকু সম্ভব সহজ গলার বলার চেষ্টা করলাম।
- মা বুঝতে পারছি না ছোট বোনটার কি হয়েছে! একা একাই স্বামীর বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এসেছে। হাতে বিশাল ব্যাগ, ব্যাগ দেখে মনে হচ্ছে সব কাপড় চোপড় নিয়ে একেবারেই চলে এসেছে।

- বলছিস কি তুই এসব ?

মা যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না। অবিশ্বাসী গলায় বললো,
- এতো দূরের পথ একা একা চলে আসার সাহস হলো কিভাবে ? রাগ করে আর যাই করে, আসার আগে আমাকে তো একবার ফোন দিবে।

- শুনো মা, তানিয়া নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বোনটাকে জোর গলায় কিছু বলিও না। আমি তানিয়াকে আগে কখনোই কাঁদতে দেখি নি, আজ তানিয়া কাঁদছে। চোখের পানি দেখেই তোমাকে বলার জন্য দৌড়ে ছুটে এসেছি।

Koitoi.com.pdf

মা এক মুহূর্ত দেরি করলো না। তানিয়া কাঁদছে শুনে পাগলের মতো দৌড়ে নিচে ছুটে গেলো। মা দৌড়চ্ছে, আমি আংটিটা হাতে নিয়েই মায়ের পেছনে পেছনে ছুটছি।

নিচ তালায় এসেই মা পুরো ড্রয়িং রুমের চারপাশ খুঁজতে লাগলো। ড্রয়িং রুমে একটা টেবিল, টেবিলের চারপাশে চেয়ার বসানো। টেবিলের পাশেই সোফাটা, সোফায় বসে যেন টিভি দেখে যায় তাই টিভিটা একদম কোনা বরাবর লাগানো হয়েছে। এই মালামালের বাইরে ড্রয়িং রুমে আর কিছুই নেই। একপাশে দাঁড়িয়ে চোখ বুলাইলে পুরো রুমের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়।

তানিয়াকে না দেখে আমি নিজে ও অবাক হলাম। মাত্রই তো এখানে ছিল, মাকে সাথে করে নিয়ে আসতে আসতেই কোথায় চলে গেলো!

নিচ তালায় ড্রয়িং রুমটা ছাড়াও আরো তিনটে রুম রয়েছে। মেহমান আসলে ওই রুমের তালা খোলা হয়, এ ছাড়া সব সময় বন্ধ থাকে, এখনো বন্ধ। ড্রয়িং রুমের পাশেই একটা ওয়াশরুম। ওয়াশ রুমের দরজাটা দেখেই বুঝা যাচ্ছে ভেতর থেকে লাগানো। মা সোফায় বসল, আমি ও বসলাম মায়ের পাশে। মায়ের মাথায় হাজারো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। তানিয়া ওয়াশরুম থেকে বের হলেই জানতে চাইবে এসব প্রশ্নের উত্তর।

আমি আবার দু'তালায় গেলাম। কিচেন রুমের চুলা বন্ধ করলাম। খিচুড়ি পুরোপুরি হয়নি, তানিয়ার সাথে কথা শেষ হলে আবারো চুলা জ্বালানো হবে। বন্ধ করে নিচে এসেই মায়ের পাশে বসলাম।

প্রায় এক ঘণ্টার মতো হয়ে গেছে। তানিয়া এখনো ওয়াশ রুম থেকে বের হচ্ছে না। গোসল করলে ভেতর থেকে পানি পড়ার শব্দ হতো। কোন শব্দ আসছে না দেখে মা উঠে গিয়ে দরজা ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো।

ওয়াশ রুমের দরজাটা এমনিতেই চাপানো ছিল। ভেতরে কেউ নেই। তানিয়াকে না দেখে মা হতাশ চোখে আমার দিকে তাকালো। আমি বললাম,
- তানিয়া তাহলে কোথায় গিয়েছে ? তাহলে কি আমরা উপর থেকে আসতে আসতেই ঘর থেকে বের হয়ে গেছে ?

মাকে সাথে নিয়ে দারোয়ানের কাছে গেলাম। আমাদের বাড়ির গেইট সব সময় বন্ধ থাকে, দারোয়ানের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া ছাড়া এই বাড়ির ভেতরে কেউ ঢুকতে পারে না। অপরিচিত কেউ আসলে দারোয়ান মায়ের নাম্বারে ফোন দেয়। মা চিনতে পারার পর আসতে বললে তবেই ঢুকতে পারে। এই বাড়িতে আমার বন্ধুদের আসতে যেন সমস্যা না হয় তাই আগে থেকেই বলে দেই দারোয়ান পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে নাম বলার আগেই যেন ভার্সিটির নামটা বলে দেয়।

বাড়ির দারোয়ান মোখলেছুর প্লাস্টিকের চেয়ারে বসে আছে। তার হাতে একটি ছোট লাঠি। আমি সব সময় বলি হাতে লাঠি রাখার প্রয়োজন নেই। দারোয়ান কথা শুনে হাসিমুখে জবাব দেয়, লাঠি ছাড়া হাত খালি খালি লাগে।

আমি এগিয়ে খুব কাছে গিয়ে দারোয়ানকে বললাম,

- কিছু সময় আগে তানিয়া গেইট পেরিয়ে বাইরে গিয়েছিল ?

আমার কথা শুনে দারোয়ান সাথে সাথে বললো,
- নাতো, আজকে এখনো কেউ বাড়ি থেকে বের হয় নাই। তানিয়া আপা কখন আসলো, আপাকে তো আসতে ও দেখি নাই।

কথা শুনে মেজাজটাই খারাপ হয়ে গেলো। আমি রাগান্বিত গলায় বললাম,
- থাকেন কোথায় আপনি ? শুনি তো থাকেন কোথায় ? তানিয়া বাড়িতে ঢুকেছে এক ঘণ্টার মতো হবে, ওই সময় আপনি কোথায় ছিলেন ?

দারোয়ান করুণ গলায় বললো,
- বিশ্বাস করেন আমি কোনখানে ই যাই নাই। সকাল থেকেই গেইটে বসে আছি।

মা আমার দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকাল। মায়ের ফোন বেজে উঠলো। তানিয়ার স্বামী ফয়সাল ফোন দিয়েছে। ফোনটা রিসিভ করতেই ফয়সাল বললো,
- আপনার নাম্বারে এক ঘণ্টা ধরে ট্রাই করছি, ফোন ঢুকছে না। রাকিবের নাম্বারে ফোন দিয়েই যাচ্ছি, রাকিব ফোন রিসিভ করছে না কেন ? আপনারা তাড়াতাড়ি আসেন। তানিয়া ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এক ঘণ্টা হয়ে যাবে তানিয়ার লাশ পাখায় টানানো রডের সাথে ঝুলছে।

কথাগুলো কানের ভেতরে ঢুকতেই শরীরের সবগুলো পশম দাঁড়িয়ে গেলো। আমি চিৎকার দিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। তানিয়া তাহলে এখানে আসেনি, আমি কি তাহলে সবকিছু মিথ্যার মায়াজালে মাখানো ভুল দেখেছি ?

তানিয়ার হাত থেকে নেওয়া আংটিটার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। আমার হাতে নেওয়া এই আংটিটা, এটা কখনোই মিথ্যা হতে পারে না ?

আংটি - প্রথম পর্ব

(চলবে...)

লেখকঃ- #মতিউর_মিয়াজী

আংটি - দ্বিতীয় পর্ব

তানিয়ার মৃত্যুর খবর সবকিছু এলোমেলো করে দিলো। হঠাৎ করেই মায়ের হাত থেকে ফোনটা মাটিতে পরে গেলো। ফোনটা হাত দিয়ে ধরে রাখার শক্তিটুকু ও মা হারিয়ে ফেলেছে। আমি কথা বলার চেষ্টা করে ও বলতে পারছি না, ইচ্ছে করছে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাউমাউ করে কাঁদি।

Kobitor.com.pdf

আমার চোখ দিয়ে ফোটা ফোটা জল পড়ছে। আমি চোখের পানি মুছার চেষ্টা করলাম না, জানি এই জল মুছে শেষ করতে পারবো না।

গেইটের দারোয়ান নির্বাক ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। একবার আমার দিকে তাকাচ্ছে আরেকবার মায়ের দিকে। সে চিৎকারের কারণ জানতে চাচ্ছে। বার বার মাকে বলে যাচ্ছে,

- আমগো তানিয়া আপার কি হয়েছে ?

মা কোন জবাব দিচ্ছে না। মায়ের চোখে এক ফোটা ও পানি নেই। মা চোখ বড় বড় করে দারোয়ানের দিকে তাকাল।

ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে মায়ের শীর্ণ শরীর। মা কিছু একটা বলতে চেয়ে বলতে পারছেন না। আমি শীতল গলায় দারোয়ানকে বললাম,

- আপনার তানিয়া আপু আর বেঁচে নেই।

- কি হইছে আপার ?

কথার জবাব দিতে পারছি না। পুরো শরীর হিমশীতল বরফ হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে শব্দনালীতে সব কথা আটকে গেছে। চেষ্টা করে ও মুখ দিয়ে বের করতে পারবো না।

গেইটের সামনেই মা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। দাঁড়ানো থেকেই মাটিতে পরে যেতেই ভয় পেলাম, খুব ভয়। দারোয়ান চারদিকে ছুটাছুটি করছে। আমি মায়ের পাশে বসে আছি।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলা মানুষের শরীর এতটা ঠাণ্ডা হয়ে যায় জানা ছিলো না। আমি মাকে ডাকলাম, বার বার ডেকে যাচ্ছি। দারোয়ান বালতি দিয়ে পানি নিয়ে আসলো। মায়ের হাতে চেপে ধরে বললো,

- শরীর তো খুব ঠাণ্ডা হয়ে আছে, এখুনি মাথায় পানি ঢালা যাবে না। শরীর গরম করার জন্য হাতে আর পায়ের তলায় তেল গরম করে, গরম তেল মাখতে হবে।

Kobitor.com pdf

দারোয়ান এসব কি বলছে ঠিক বুঝতে পারছি না। দু'জনে মাকে ধরে ঘরে ঢুকলাম। ছুটে গেলাম আমার রুমে। ফোনটা চার্জ থেকে খুলতে গিয়ে দেখি ফয়সালের নাম্বার থেকে অনেকগুলো ফোন দিয়ে রেখেছে।

জরুরী সময় কোন কিছু খুঁজে পেতে যেমন সমস্যা হয়, তেমনি জরুরী কোন সার্ভিস পেতে ও দেরি হয়। হসপিটালে ফোন দিলাম, নাম্বারটা ওয়েটিং দেখিয়ে বার বার কেটে যাচ্ছে।

এবার ফোনটা রিসিভ হলো। বাড়ির ঠিকানায় অ্যাম্বুল্যান্স পাঠাতে বললাম। ফোন রিসিভ করা মানুষটা জানালো, খুব একটা দেরি হবে না। এখুনি অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিবে।

অ্যাম্বুলেন্সে করে মাকে নিয়ে হসপিটালে আসলাম। জীবনে এই প্রথম বার এতো কঠিন পরিস্থিতিতে পরলাম। একদিকে মায়ের জ্ঞান ফিরছে না, অন্যদিকে তানিয়ার খোঁজ নিতে পারছি না। তানিয়াকে দেখতে যাওয়া প্রয়োজন, মাকে এমন অবস্থায় রেখে কিভাবে যাবো ?

মাকে কেবিনে ঢুকানোর পর পরই একজন নার্স উপরে গিয়ে ডাক্তার নিয়ে আসলো। ডাক্তার কেবিনে ঢুকেই আমার দিকে তাকালো। তাকিয়েই আমার অস্থিরতা ধরতে পারলো। আমার খুব কাছে এসে বললো,

- আরে আরে আপনি এতো চিন্তিত হচ্ছেন কেন ? রোগী সম্পর্কে আপনার কে হয় ?

- সম্পর্কে আমার মা।

ডাক্তার সাহেব হাসিমুখে বললো,

- আপনার মাকে নিয়ে কোন টেনশন করবেন না। হসপিটালে এসে পৌঁছেছেন তো, মনে করেন টেনশনের আর কোন কারণ নেই। সামান্য জ্ঞান হারানো নিয়ে এতটা চিন্তিত হতে কখনোই কাউকে দেখি নি।

আমি জবাব দিলাম না। দাঁড়িয়ে থেকে শব্দহীন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

Kobitor.com pdf

একটু পরেই আমার মোবাইলে ফোন বেজে উঠলো। তানিয়ার স্বামী ফয়সালের নাম্বার থেকে ফোন আসতেই ফোনটা তাড়াহুড়ো করে রিসিভ করলাম।

ফোনটা কানে নিয়ে হ্যালো হ্যালো বলেই যাচ্ছি। কারো কোন সাড়া শব্দ নেই। ফোনটা কান থেকে নামিয়ে রাখলাম। রাখতেই আবারো ফোন আসলো। এবার রিসিভ করার সাথে ফয়সাল বললো,

- রাকিব তুমি এখনো আসছো না কেন ? এদিকে অনেক ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ লাশ নিয়ে থানায় এসেছে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব থানায় চলো আসো। তানিয়ার লাশের সাথে আমি ও এখন থানায় আছি।

- মাকে সাথে নিয়ে আমি হসপিটালে আছি, জ্ঞান না ফিরলে মাকে রেখে কিভাবে থানায় যাবো ?

ওপাশ থেকে কোন জবাব আসছে না। কিছুক্ষণ হ্যালো হ্যালো বলেই যাচ্ছি। ফয়সাল ফোনটা কেটে দিয়েছে।

থানায় যাওয়া খুব জরুরি হয়ে পরেছে। হসপিটালে আনিকাকে আসতে বলা দরকার। তাকে মায়ের পাশে রেখে আমাকে থানায় যেতেই হবে।

আনিকার সাথে পরিচয়টা খুব বেশি দিনের নয়। দু'জনে একই ডিপার্টমেন্টের হয়ে ও কারো সাথে তেমন কোন কথা হয় না। সামান্য কিছুদিন হলো একটু আধটু কথা হয় দু'জনের। প্রতিদিনের সামান্য সময়ের কথায় বন্ধুত্বের সম্পর্কটা যতটুকু মজবুত হয়েছে, মনে হচ্ছে আনিকাকে হসপিটালে আসতে বললে আসবে, অবশ্যই আসবে।

ফোন পেয়ে আনিকা হসপিটালে ছুটে আসলো। মায়ের এমন অবস্থা দেখে সে একদম থমকে গেলো। মায়ের হাতে স্যালাইন লাগানো দেখে মন খারাপ করে বিষণ্ন দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো,

- রাকিব তুই আন্টিকে এমন পরিস্থিতিতে রেখে কোথায় যেতে চাচ্ছিস ?

আমি বললাম,

- একজন ভাই হয়ে তার আদরের বোনটার লাশ দেখতে থানায় যাচ্ছি।

Kobitor.com pdf

আনিকা কিছু একটা বলতে চেয়ে ও বলতে পারছে না। বার বার কথাটা আটকে যাচ্ছে। আমি এক মুহূর্ত দেরি করলাম না। এক মুহূর্তের জন্য হলে ও বোনটার বোকাসুলভ চেহারাটা দেখতে থানায় ছুটলাম।

থানায় এসে ঢুকে দেখলাম ফয়সাল এই থানার ওসি শফিকুর রহমানের সাথে বসে আছে। ফয়সালের সাথে শফিকুর রহমানকে ও চিন্তিত দেখাচ্ছে। ফয়সাল আমাকে ওসি'র সাথে পরিচয় করে দেওয়ার পর তিনি বললেন,

- আপনি মেয়েটার ভাই হয়ে কিভাবে এতো দেরি করলেন ? মেয়েটাকে পোস্টমর্টেম করাতে হবে। আপনি কি জানেন পোস্টমর্টেম রাতে করানো যায় না।

আমি মাথা নিচু করে বললাম,

- জ্বী, জানি।

- তাহলে আসতে এতো দেরি করেছেন কেন ? আজকের মধ্যেই মেয়েটার লাশ পোস্টমর্টেম করাতে হবে।

একজন সেন্ট্রি আমাকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছে লাশটা দেখানোর জন্য। সেন্ট্রি খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে, তবু আমি একসাথে হাঁটতে পারছি না।

তানিয়ার শরীরের উপরে একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছে। শুধু মুখটি খোলা। আমি তানিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সাথে সাথে শব্দ করে চিৎকার করলাম। তানিয়ার কপালের ঠিক বাম পাশে কালো কালো দাগ পড়ে আছে। মনে হচ্ছে এখানের রক্ত চলাচল হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চামড়ার নিচে থাকা জমাট বাধা রক্তের কালো দাগ দেখে তীক্ষ্ণ ধারালো ছুরির মতো হৃদয়ে আঘাত করলো।

আমার চিৎকার শুনে ফয়সাল দৌড়ে আসলো। আমি তানিয়ার খুব কাছে বসলাম। ফয়সালের চোখে পানি, সে তানিয়ার নাম ধরে ডেকে ডেকে কাঁদছে।

কিছুক্ষণ পরেই আনিকা মাকে সাথে নিয়ে থানায় আসলো। মায়ের জ্ঞান ফিরেছে দেখে কিছুটা স্বস্তি লাগছে। আনিকা আমাকে নরম গলায় বললো,

Kobitor.com pdf

- ডাক্তার বলেছে আন্টিকে রেস্ট নেওয়ার জন্য। কিন্তু জ্ঞান ফেরার পর ডাক্তাররা এক মুহূর্ত ও আটকে রাখতে পারে নি।

তানিয়াকে পোস্টমর্টেম রুমে ঢুকানো হবে শুনে মা দুই হাত দিয়ে তানিয়াকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো। দেখে মনে হচ্ছে পৃথিবীর কোন শক্তি নেই, মাকে তানিয়ার কাছ থেকে আলাদা করবে। মা চিৎকার করতে করতে বললো,

- আমার মেয়ের শরীর আমি পোস্টমর্টেম করতে দেবো না। মেয়েটা আমার খুব কষ্ট পেয়ে মরেছে। দয়া করে তোমারা আমার মেয়েটাকে আর কষ্ট দিও না।

ফয়সাল চোখের পানি মুছতে মুছতে রুম থেকে বের হলো। কিছুক্ষণ পর আমি মুখ ধোয়ার জন্য ওয়াশ রুমের দিকে গেলাম।

থানার এই ওয়াশ রুমটা খুব বিশাল। সিরিয়ালে কয়েকটা বেসিন বসানো। ওয়াশ রুমে ঢুকতেই দেখলাম কোনায় বসানো একটা বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে ফয়সাল চোখে পানি দিচ্ছে। ফয়সাল পকেট থেকে টিস্যু বের করে চোখ মুছে আয়নায় তাকিয়ে হাসতে শুরু করলো। আয়নায় তাকিয়ে ফয়সালকে শব্দ করে হাসতে দেখে পুরোপুরি বিস্মিত হলাম। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম, তানিয়ার মৃত্যুর দিনে তার মুখে হাসি আসছে কিভাবে ? একমাত্র খুনীদের দ্বারাই মৃত্যুর দিন এমন করে হাসা সম্ভব!

ওয়াশ রুমে আমার উপস্থিতি টের পাওয়ার আগেই আমি তানিয়ার লাশটির কাছে ছুটলাম। মনে পড়লো আংটিটার কথা। আংটিটা মাকে হসপিটালে নেওয়ার সময় পকেটে রেখেছি, হাত দিয়ে দেখলাম এখনো পকেটেই আছে। আমি পকেট থেকে বের করে হাতে নিলাম।

মা তানিয়ার পাশেই বসে আছে। আমি ও তানিয়ার পাশে বসলাম। তানিয়ার হাতের আঙ্গুলটা দেখার জন্য শরীরের উপরে দিয়ে রাখা চাদরটা টান দিলাম। চাদরের কারণে এতক্ষণ গলার কাছের জায়গাটা ঢাকা ছিল, একটু সরাইতে গলার কাছে কালো দাগটি দেখে চমকে উঠলাম। গলার এই দাগটা আমি তখনো দেখেছি যখন তানিয়া বাড়িতে এসেছিল।

পুরোটা চাদর সরালাম। আশ্চর্য, তানিয়ার আঙ্গুলে কোন আংটি নেই। মাঝখানের আঙ্গুলটায় আংটি পড়ার দাগটা একটু ও মুছেনি। দাগটি দেখে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে আমার হাতের এই আংটিটা তানিয়ার হাতেই পড়ানো ছিল।

Koblor.com pdf

(চলবে ....)

লেখকঃ- #মতিউর_মিয়াজী

আংটি - তৃতীয় পর্ব

তানিয়ার লাশ পোস্টমর্টেম করতে নিয়ে যাওয়া হলো। মা ফ্লোরে বসে আছে, একটু দূরে বসে আছে আনিকা। আমি বসা থেকে উঠে ফয়সালের কাছে গেলাম।

ফয়সালকে এবার ওয়াশ রুমে পেলাম না। সে ওসি'র রুমে বসে আছে। ভেতরে ঢুকে দেখলাম ওসি শফিকুর রহমান রুমে নেই। আমি ভেতরে ঢুকে পাশে রাখা চেয়ারটাতে বসলাম না। ফয়সালকে বললাম,

- তানিয়ার মৃত্যুটা আত্মহত্যা ছিল না।

আমার কথা শুনে ফয়সাল চমকালো। প্রথমে জোর গলায় কিছু একটা বলতে গিয়ে ও বললো না। গলার স্বর স্বাভাবিক করে বললো,

- এসব আপনি কি বলছেন ? দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁস লাগিয়ে মারা যাওয়া মানুষটাকে বলছেন আত্মহত্যা ছিল না ?

- না, এটা কোন ভাবেই আত্মহত্যা হতে পারে না। তানিয়া আমার বোন, ছোট বোনটাকে ভাই হিসেবে ভালো করেই চেনা আছে আমার। বোনটা আমার এতটা অসুস্থ মস্তিষ্কের নয়, যতটা হলে আত্মহত্যা করতে হবে।

ফয়সাল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। এবার উচ্চস্বরে বললো,

- আপনি তাহলে কি বোঝাতে চাচ্ছেন ? আপনার বোনকে আমাদের বাড়িতে খুন করা হয়েছে ?

আমি একদম চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। পুরো মাথাটা অস্থিরতায় এলোমেলো লাগলো। ফয়সালকে কি বলবো বুঝে উঠতে পারলাম না।

Kobitor.com pdf

ফয়সাল আমার হাতটি ধরে নরম গলায় বললো,

- তানিয়া শুধুই কি আপনার বোন ? আমার কিছু নয় ? তানিয়া আমার বিবাহিত স্ত্রী, নিজের স্ত্রীর এমন মৃত্যুটা মেনে নিতে কতোটা কষ্ট হচ্ছে বলে বোঝাতে পারবো না। আর শুনুন, আপনি হয়তো ভুল কিছু ভাবছেন। তানিয়া সুস্থ মস্তিষ্কের তা আমি মানছি, সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষেরাই সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা প্রবণ রোগে ভোগে। এই প্রবণতা সুস্থ মানুষকে অসুস্থ বানিয়ে দেয়।

আমি থানা থেকে বিষণ্নতা নিয়ে বের হলাম। পোস্টমর্টেম শেষ হওয়ার পর পরদিন সকালে তানিয়ার লাশের সাথে ফয়সালের বাড়িতে গেলাম।

আমার সাথে মা এসেছে। বড় মামা খবর পেয়ে দেশের বাইরে থেকে জরুরী টিকেটে দেশে আসতে চাইলো। মামাকে বোঝালাম, পোস্টমর্টেম করা লাশ কবর দিতে দেরি করা যাবে না। ইচ্ছে করলে ও অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

মায়ের সাথে ছোট মামা রয়েছে। খবর পেয়ে রাতের ট্রেনে ছুটে এসেছে। ছোট মামা এসে মাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বললো,

- তিন দিন আগে ভাগ্নী টার বিয়ে খেয়ে গেলাম। তিন দিনের মাথায় এই ভাগ্নী টার লাশ দেখতে হবে কখনো ভাবিনি। পৃথিবীটা এতো কঠিন কেন ? কেন এমনটা হলো ?

পৃথিবীর কঠিন নির্মম সত্যিটা ছোট মামার মতো আমার ও মেনে নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তানিয়ার নামটা মুখে নেওয়ার সাথে সাথে যখন মনে হয় বোনটা আর বেঁচে নেই চারপাশটা একদমই ফাঁকা মনে হয়, মনে হয় সামনে বিশাল গর্ত, পা বাড়ালেই গর্তে আটকে যাবো।

মা চাইলো তানিয়ার লাশ যেন আমাদের বাড়ির কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়। বিয়ের পর মেয়েদের কিছু অধিকার চিরদিনের জন্য পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সত্যিটা মাকে বোঝাতে গিয়ে বললাম,

- বোনের লাশটা এই বাড়িতে কবর দেওয়ার কথাটা তাদেরকে কিভাবে বলবো, মা তুমিই বলো ? বিয়ের দিনই যে মেয়ের বাবা-মা সেই অধিকারটা হারিয়ে ফেলে।

Kobitor.com.pdf

আমার কথা শুনে মা নির্বাক ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। ফয়সালের বাড়িতে এসে শুনলাম কবরস্থানে কবর খুঁড়ে রাখা হয়েছে। আমি ছোট মামাকে সাথে নিয়ে কবরটা দেখতে গেলাম।

শুনেছি আত্মহত্যা করে মারা যাওয়া মানুষদের কবর দিতে সবাই ছুটে আসে না। কথাটা কিছু সময়ের জন্য মিথ্যা মনে হলো। মুরুব্বী থেকে শুরু করে সবাই এসেছে, খবর পেয়ে বিবাহিত অনেক মহিলারা ও ফয়সালের বাড়িতে আসলো, এসেছে কবরে নিয়ে যাওয়ার আগে তানিয়ার চেহারাটা এক নজর দেখতে।

তানিয়ার লাশ কবরে নামিয়ে নিঃশব্দে চোখের পানি ফেললাম। সবাই কবরে মাটি ফেলছে, ছোট মামা এক মুঠো মাটি হাতে নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চোখের পানি ফেলছে। আমি ছুটে গিয়ে মামাকে জড়িয়ে ধরলাম। এভাবে কতক্ষণ জড়িয়ে ধরেছিলাম ঠিক জানা নেই।

বোনকে কবর দিয়ে ফয়সালের ঘরে ঢুকলাম। দৌড়ে গেলাম ফয়সালের রুমে, ফয়সালের রুমের দরজাটা ভাঙ্গা। ভাঙ্গা দরজাটা ভালো করে দেখলাম। আমাকে দেখে ফয়সাল এগিয়ে আসলো। এসে বললো,

- দরজাটা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। কাঠের এতো মজবুত দরজা ভেঙ্গে ফেলা কি এতটা সহজ ?

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম,

- দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁস দেওয়ার কতক্ষণ পরে টের পেয়েছিলে ?

- প্রথমে আমি টের পাইনি। অফিসে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। তাই গোসলে গেলাম। জানেনই তো, বাড়িতে আমার মা ছাড়া কেউ নেই। মা তানিয়াকে ডাকতে আমার রুমের দিকে গেলো, গিয়ে দেখে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, তাড়পড় বাহির থেকে কয়েকবার উচ্চ স্বরে ডাকলো। ভেতর থেকে শব্দ না পেয়ে পাশের জানালাটা একটু ফাঁক করতেই দেখে তানিয়া ফাঁসিতে ঝুলে আছে। মা দেখেছে ঝুলে থাকা অবস্থায় তানিয়ার পা নড়াচড়া করছে। দেখেই আমাকে ডেকে নিয়ে আসলো।

বিকেলে ছোট মামাকে রেল স্টেশনে গিয়ে এগিয়ে দিলাম। স্টেশনে মানুষজনের তেমন একটা ভিড় নেই। এগিয়ে দিয়ে স্টেশনের প্লাটফর্মে বসলাম। দক্ষিণার খোলা জায়গা থেকে শীতল বাতাস এসে শরীরে লাগলো। অনেক সময়ের পর শরীরে শীতল বাতাসের স্পর্শতা অনুভব করতে পারলাম।

Kobitor.com.pdf

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, রেল স্টেশনে রাত কাটানো ছোট ছোট ছেলেরা চলন্ত অবস্থান ট্রেনের ভেতর থেকে লাফিয়ে নামতে শুরু করলো। তাদের বয়স দশ থেকে বারো হবে, কিংবা তার চেয়ে ও কম। এতো কম বয়সী ছেলে হয়ে তাদের মনে বিন্দুমাত্র ভয় নেই। তারা সবাই চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামার আনন্দে আনন্দিত।

স্টেশন থেকে বাড়িতে এসে দেখলাম মা ঘরে নেই। ছাঁদে গিয়ে দেখি মা বেলীফুল গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে। এই ফুল গাছটা তানিয়া লাগিয়েছে। এটা তার প্রিয় ফুল। যখন এই গাছে ফুল ফুটে তানিয়া গাছটির কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। দীর্ঘ সময় মুগ্ধ হয়ে গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

সন্ধ্যার একটু পরেই দারোয়ান হাতে টিফিন নিয়ে রুমে ঢুকলো। হাতে এতো বড় টিফিন বক্স দেখে অবাক হয়ে বললাম,

- এতো বড় টিফিনে করে কি নিয়ে এসেছেন ?

- একজন আপা এসে খাবারের টিফিনটা দিয়ে গেলো।

- দিয়ে গেলো, আর নিয়ে নিলেন ?

দারোয়ান বললো,

- আপাটার নাম আনিকা, আমাকে বললো আপনাদেরকে নামটা শুনালেই চিনবেন।

মাকে ডাকতেই রুম থেকে বের হলো। আনিকা টিফিন দিয়ে গেছে শুনে বক্স গুলো খুললাম। বক্সে বোয়াল মাছ রান্না করা আছে, পেঁয়াজ দিয়ে ভুনা করে সুন্দর করে রেঁধেছে। তরকারীর চমৎকার কালার দেখে বুঝা যাচ্ছে অনেক সময় নিয়ে যত্ন করে রেঁধেছে।

রাত প্রায় বারোটার মতো বাজে, কখনো এতো রাত পর্যন্ত সজাগ থাকা হয় না। দশটার পর পরই চোখে ঘুম চলে আসে। আজ চোখে ঘুম নেই, দশটার পর থেকেই বিছানায় গড়াগড়ি করছি, ঘুম আসছে না। ভার্সিটিতে পড়া ছেলে-মেয়েরা এতো তাড়াতাড়ি ঘুমায় না। আনিকা কি ঘুমিয়ে গেছে ?

Kobitor.com pdf

আনিকার সাথে যেদিন রাতে কথা হয় দশটার আগে হয়, বেশিরভাগ সময় প্রয়োজনে ফোন দেওয়া হয়। আজ প্রয়োজন ছাড়া এতো রাতে ফোন দেওয়া কি ঠিক হবে ? কিছু সময় ভাবনার পর ফোন দিলাম। আনিকা সাথে সাথে ফোনটা রিসিভ করে বললো,

- আন্টি কেমন আছে ?

- এখন অনেকটা ভালো। তুই এখনো ঘুমিয়ে যাস নাই ?

- না, ভেবেছিলাম এখনি শুয়ে পড়বো। এর মধ্যে তোর ফোন পেলাম।

আমি আন্তরিক গলায় বললাম,

- তোরে হসপিটালে আসতে বলার পর থেকেই অনেক কষ্ট দিয়ে ফেলেছি। দাঁড় করেয়েছি একটা করুণ পরিস্থিতির মুখোমুখি। বোনের মৃত্যু, তার মধ্যে মায়ের অসুস্থতা কোন কিছুই সামলে উঠতে পারছিলাম না।

- আরে তুই এসব কি বলছিস ? যদি সেদিন তোর ফোন পেয়ে না যেতাম তাহলে পৃথিবীর কঠিন বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারতাম না।

- কে বলেছে তোরে টিফিনে করে তরকারি দিয়ে যেতে। আমার জন্য তোরে অনেক ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে।

আনিকা সহজ গলায় বললো,

- একটা জিনিস তোর কাছে চাইবো বলেই এতো ঝামেলা করছি ?

- আমার কাছে কি এমন আছে যেটা তোর প্রয়োজন ?

আনিকা গলার স্বর পাল্টে বললো,

- আছে, যেদিন চাইবো সেদিনই বুঝতে পারবি।

Kobitor.com.pdf

কিছুক্ষণ কথা বলার পর আনিকা ঘুমিয়ে পড়লো। আমার চোখে ঘুম এখনো আসছে না। চোখ বন্ধ করে ঘুমানোর চেষ্টা করছি আর ভাবছি, আমার কাছে এমন কি আছে, যেটা আনিকার প্রয়োজন ?

পোস্টমর্টেম রিপোর্টের কপি হাতে আসতে কয়েক দিন লাগলো। রিপোর্ট হাতে পেয়ে পুরোপুরি বিস্মিত হলাম। রিপোর্টে বলা হলো, তানিয়া একজন ড্রাগ এডিক্টেট। ফাঁসিতে ঝুলেই তার মৃত্যু হয়েছে, এই মৃত্যুটা আত্মহত্যাই ছিল।

রিপোর্ট দেখে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। নিয়মিত নেশার সাথে জড়িত থাকলে পরিবারের কেউ না কেউ তো জানতে পারতাম! একটা মেয়ে হয়ে নিয়মিত নেশা করে যাবে আর কেউ জানবো না ?

তানিয়ার এমন রিপোর্ট দেখে মায়ের কাছে বলার সাহস করতে পারলাম না। মাকে বললে কথাটা শুনে আবার যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ? এতো আদরের মেয়ের নামে রিপোর্টে এমন লিখা দেখলে মেনে নেওয়াটা কঠিন যন্ত্রণাদায়ক।

রিপোর্ট হাতে নিয়ে থানায় ছুটলাম। আমার ধারণা এই রিপোর্টে ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে, গভীর ষড়যন্ত্র। আমার ধারণা কখনোই মিথ্যা হতে পারে না। যে করেই হউক আমাকে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তৈরি করা ডাক্তারটাকে খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজনে পরীক্ষার মাধ্যমে সত্যিটা বের করতে কবর থেকে তানিয়ার লাশ আবার তুলবো।

(চলবে ....)

লেখকঃ- #মতিউর_মিয়াজী

আংটি - চতুর্থ পর্ব

তানিয়ার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বানানো ডাক্তার মিজানুর রহমানের বাড়িতে আসলাম। রাস্তার সাথে বিশাল বাড়ি। বাড়ির চারপাশে পাথর দিয়ে ঢালাই করা উঁচু দেয়াল। দেয়াল উঁচু হওয়ায় বাড়িটা স্পষ্ট দেখার জন্য গেইটের সামনে থেকে একটু পেছনের দিকে গেলাম।

Kobitor.com.pdf

বাড়ির গেইটের সামনে একটা বিশাল নেইমপ্লেট লাগানো। লেখা- স্বপ্নচারিতা হাউজ। বাড়ির নামটা একটু ভিন্ন ধর্মী দেখে সামান্য চমকালাম। এই নামের বাড়ি এই শহরে আগে কখনো দেখিনি।

গেইটের ঠিক সামনে দু'জন দারোয়ান বসা। দু'জনের মধ্যে থেকে আমাকে দেখে একজন উঠে দাঁড়ালো। সহজ গলায় বললো,

- জরুরী কোন প্রয়োজন ছাড়া ডাক্তার স্যারের বাড়িতে প্রবেশ নিষেধ।

আমি গম্ভীর গলায় বললাম,

- নিষেধ বলেই তো তোমাদের দু'জনকে এখানে বসিয়েছে। এসেছি পোস্টমর্টেম সম্পর্কিত ঝামেলা নিয়ে।

দারোয়ান আগ্রহ নিয়ে বললো,

- তাহলে অবশ্যই যেতে পারেন। স্যারকে দু'তালায় পাবেন। যদি দেখেন দু'তালায় রুম তালা বদ্ধ তাহলে ছাঁদে পাবেন। স্যার এই সময়টা ছাঁদে কাটাতে পছন্দ করে।

- তোমার স্যার কি একা মানুষ ?

- একা নয়, পরিবারের সবাই বেড়াতে গেছে। ডাক্তারদের ব্যস্ততা খুব বেশি, চাইলে ও বেড়ানোর সময় বের করা কঠিন।

দরজায় টোকা দিতেই মিজানুর রহমান প্রায় সাথে সাথে দরজা খুললেন। তার হাতে একটি ছোট খরগোশের বাচ্চা, মনে হলো তিনি বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে দরজা খোলার জন্য দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছু বলার আগেই আমাকে বললেন,

- একটু বারান্দায় গিয়েছি, গিয়ে দেখি তুমি বাড়ির ভেতরে আসছো। বিশেষ কোন প্রয়োজনে এসেছ ?

আমি সোফায় বসলাম। মাথার উপর পাখা ঘুরছে, তবু ও আমার গরম লাগছে। বললাম,

- তানিয়া নামের একটা লাশের পোস্টমর্টেম করেছিলেন মাত্র কয়েকদিন আগে, মনে আছে আপনার ?

kobitor.com pdf

কথা শুনে মিজানুর রহমান চুপচাপ ভাবতে লাগলেন। বুঝা যাচ্ছে তিনি কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছেন। মনে করতে পারলেন না। বললেন,

- আমাকে দু'এক দিন পর পরই নতুন নতুন লাশের পোস্টমর্টেম করাতে হয়। তুমি যেই নামটি বলেছ এই নামের কারো কথা ঠিক মনে করতে পারছি না।

আমি ডাক্তারের দিকে হতাশ চোখে তাকালাম। তাকিয়ে থেকে বললাম,

- তানিয়া নামের লাশটা মারা যায় আত্মহত্যা করে, বিয়ের তিন দিনের মাথায় ফাঁসিতে ঝুলে আত্মহত্যা করে মারা যাওয়া মেয়েটা ড্রাগ এডিক্টেট ছিল।

আমার কথা শুনে সাথে সাথে আমার দিকে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকালেন। কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

- ওহ হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। আচ্ছা তুমি মেয়েটার কে হও ?

- মেয়েটার বড় ভাই, যে ভাই আত্মহত্যা করে মারা যাওয়া বোনের আংটি হাতে নিয়ে ছুটাছুটি করছে।

মিজানুর রহমান আমার দিকে বিভ্রান্তি কর দৃষ্টিতে তাকালেন। স্বাভাবিক গলায় বললেন,

- ভাই হয়ে বোনের মৃত্যু মেনে নেওয়াটা খুবই কষ্টকর।

আমি বললাম,

- মেনে নেওয়াটা আমার জন্য বেশি কষ্টকর। কারণ তানিয়ার মৃত্যুটা আত্মহত্যা ছিল না, আপনি রিপোর্টে লিখেছেন ড্রাগ এডিক্টেট। সত্যি করে বলবেন, রিপোর্টে বোনটার নামে এই মিথ্যাটা কেন লিখেছেন ?

মিজানুর রহমান আমার কথা শুনে পুরোপুরি বিস্মিত হলেন। কঠিন গলায় বললেন,

- আবেগ নিয়ে আমরা অনেক কিছুই বলতে পারি, আমার ডাক্তারি জীবনে অনেকের মুখেই এমন সব কথা শুনেছি। একটা কাজ করো, দয়া করে এসব অভিযোগ থানায় কিংবা কোন আদালতে গিয়ে জানাও। এটা আমার নিজস্ব বাসা, নিশ্চয় বুঝতে পারছো কারো ব্যক্তিগত বাসায় এসে এসব আলোচনা করা ঠিক নয়।

Kobitor.com pdf

আমি সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। কপাল থেকে ফোটা ফোটা ঘাম পড়ছে। পকেট থেকে হাত দিয়ে টিস্যু দিয়ে কপালের ঘাম মুছলাম। মিজানুর রহমান আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন,

- লাশ পোস্টমর্টেম করানোর আগে তুমি কি জানতে পোস্টমর্টেম করানো ব্যক্তিটা আমি হবো ? নিশ্চয় জানতে না, যদি নাই জেনে থাকো তাহলে আমি তোমার বোনের ক্ষেত্রে ভুল রিপোর্ট কেন লিখবো ? একটা লাশকে পোস্টমর্টেম করানোর সময় সম্পর্কটা থাকে শুধুমাত্র লাশের সাথেই। মারা যাওয়া মানুষটার স্বজনদের সাথে নয়!

আমি মিজানুর রহমানের দিকে অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে তাকালাম। রুম থেকে বেরিয়ে যেতে পা বাড়ালাম। যাওয়ার সময় তিনি বললেন,

- একটা কাজ করলে পারো, লাশটা তুলে আরো একবার পোস্টমর্টেম করানোর ব্যবস্থা করো। তাহলে কমপক্ষে নিজের মনের অস্বস্তি টা দূর হবে। সাময়িক সময়ের জন্য মস্তিষ্কে যে আবেগ প্রবণতা এসেছে, তা পুরোপুরি কেটে যাবে।

আমি জবাব না দিয়ে বাসা থেকে বের হলাম। গেইটের কাছে আসতেই দারোয়ান দু'জন আমাকে দিকে তাকালো। ভেবেছিল তাদেরকে কিছু একটা বলবো। আমি না বলেই রাস্তা পেরিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

টানা কয়েক দিনের চেষ্টার পর একদম হতাশ হলাম। কয়েকবার থানার ওসির সাথে কথা বলেছি, সাথে আইনজীবী ও নিয়ে গেলাম। তাতে ও লাশ তোলায় এগিয়ে যেতে পারলাম না। তানিয়ার লাশ কবর থেকে তোলার অনুমতি পেলাম না।

তানিয়ার স্বামী ফয়সাল রিপোর্ট দেখার পর আমাকে কয়েকবার ফোন দিয়েছে। আমি ইচ্ছে করেই ফোন রিসিভ করলাম না। গিয়ে সরাসরি ফয়সালের বাসায় উঠলাম।

ফয়সাল এখনো অফিস থেকে ফিরে নাই। বিকেল পাঁচটা বাজলো। এই সময়ে ফয়সাল অফিস শেষ করে বাসায় ফেরার কথা, আজ এখনো আসছে না কেন ?

কিছুক্ষণ পরেই ফয়সালকে দেখলাম। বাড়িতে ঢুকে আমাকে দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো। হাত থেকে অফিসের ব্যাগটা রেখে বললো,

Kobitor.com pdf

- আত্মবিশ্বাস ভালো, তবে অতিরিক্ত নয়। একটা কথা মনে রাখবেন, একমাত্র নিজেকে ছাড়া পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস করা খুব কঠিন।

আমি বললাম,

- ফয়সাল তুমি শান্ত হও, কি বলছো এসব ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

- কেন ? ভুলে গেলেন! বলেছিলেন আপনার বোন তানিয়া সুস্থ মস্তিষ্কের, একটা ড্রাগ এডিক্টেট মেয়ে কিভাবে সুস্থ মস্তিষ্কের হয়। বিয়ে দেওয়ার আগে কমপক্ষে আমাকে এটা জানানো উচিত ছিল।

আমি কঠিন গলায় বললাম,

- তানিয়া ড্রাগ এডিক্টেট নয়, এই রিপোর্টটা ভুল ছিল। অনেক চেষ্টা করে ও লাশটা আবার তোলার অনুমতি আনতে পারলাম না। যদি পারতাম তাহলে আসল সত্যিটা বের হতো।

ফয়সাল চোখ বড় করে আমার দিকে তাকালো। কিছু একটা বলতে চাইলো। আমি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে বললাম,

- ভেবেছিলাম তোমার সাথে একটা আংটির পুরো ঘটনাটা শেয়ার করবো। সামান্য একটা রিপোর্ট পেয়ে তুমি তানিয়াকে নিয়ে যে নিচু মানসিকতার চিন্তা তৈরি করেছ। শুনে কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে না।

ফয়সাল চুপ করে রইলো। আমি মাথা নিচু করে তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলাম।

বোনটা মৃত্যুর পর বেঁচে থাকা মানুষের কাছে অপবাদ আর চরিত্রহীন হিসেবে হৃদয়ে জায়গা করেছে। এটা ভাবতেই হৃদয়টা যন্ত্রণায় অস্থির করে তুললো।

আজ অনেকদিন পর আবারো মায়ের পাশে বসে নিঃশব্দে চোখের পানি ফেললাম। মা ডান হাত দিয়ে পরম মমতায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। মাকে বললাম,

- মা আমি আবারো পোস্টমর্টেম করানো ডাক্তারের কাছে যাবো।

Kobitor.com pdf

মা বললো,

- তুই আগে ও একবার গিয়েছিস ?

- হ্যাঁ মা, গিয়েছি। যে কারণে গিয়েছি তার সমাধান এখনো পাইনি, তাই তোমাকে এর উত্তর ও শোনার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। বিশ্বাস করো মা, সেদিন তানিয়া আমার কাছে সত্যিই এসেছিল।

আনিকা টানা কয়েকদিন ধরে ফোন দিয়ে যাচ্ছে। ফোন রিসিভ করে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। পুরো সময়টা অস্থিরতায় কাটে। আজকে রাতে শুয়ার পর পরই আনিকার ফোন আসলো। ফোনটা রিসিভ করতেই বললো,

- রাকিব আজকে কতোদিন হয়ে গেলো তুই ভার্সিটিতে আসছিস না। এভাবে আর কতোদিন ?

আমি হতাশ গলায় বললাম,

- খুব বেশি নয়, আর মাত্র একটা দিন। একদিন পরই ভার্সিটিতে আসবো। একটা আংটি আমাকে স্বাভাবিক জীবনে আসতে দিচ্ছে না, আগামীকাল সন্ধ্যায় এটা ছুঁড়ে ফেলে দেবো।

আনিকা আগ্রহ নিয়ে বললো,

- আংটি ? কিসের আংটি ?

আমি জবাব না দিয়ে ফোনটা রেখে দিলাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কিছু না খেয়েই বাইরে বের হলাম। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর গাড়িতে উঠেই চলে আসলাম ডাক্তার মিজানুর রহমানের বাড়িতে।

মিজানুর রহমানকে ছাদে পাওয়া গেলো। তিনি ছাদে দ্রুত পায়ে একবার এদিকে যাচ্ছেন আরেকবার ওইদিকে। আমাকে দেখে বিরক্তকর দৃষ্টিতে তাকালেন। এগিয়ে এসে বললেন,

- সমস্যাটা কি তোমার ? তুমি আবার এসেছ কেন ?

Kobitor.com pdf

আমি আন্তরিক গলায় বললাম,

- আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। সেদিন আপনার সাথে কথা বলার পর বুঝতে পেরেছি আমি আসলে আবেগ প্রবণতা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি, এই আবেগ আমাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে। এখন যন্ত্রণা কেটেছে। আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি।

মিজানুর রহমান মুচকি হাসলো। হাসিমুখে বললো,

- প্রিয় মানুষদের মৃত্যু যেমনি প্রিয়জনেরা মেনে নিতে পারে না। তেমনি পারে না প্রিয় মানুষদের ভুলগুলো। তোমার এখন ক্যারিয়ার গঠন করার সময়, মৃত্যু শোক ভুলে নিজের ক্যারিয়ারে সময় দাও, আশা করি তাহলে খুব ভালো কিছু করতে পারবে।

- তানিয়া আমার একমাত্র ছোট বোন, বোনটা খুব আদরের ছিল। এমন আদরের বোনটার মৃত্যুতে একদমই ভেঙ্গে পরেছিলাম। আমার সাথে সাথে মা নিজে ও কঠিন পরিস্থিতি পার করছে। আপনার সাথে আমার মা কথা বলতে চায়, যদি একটু সময় দিয়ে কথা বলতেন তাহলে মায়ের দুশ্চিন্তা কেটে যেত।

মিজানুর রহমান সহজ গলায় বললেন,

- কিভাবে কথা বলতে চায় ? দেখা করতে হবে ?

- না, ফোনে কথা বললে ও হবে। আমি এখনি মায়ের নাম্বারে ফোন দিচ্ছি।

- ঠিক আছে দাও।

আমি পকেট থেকে মোবাইলটা করলাম, মায়ের নাম্বারটা বের করে ফোন দিলাম। মোবাইলে টাকা নেই, তাই ফোন ঢুকছে না। সকালে ইচ্ছে করেই টাকা ঢুকাইনি।

মিজানুর রহমানকে বললাম,

- মোবাইলে একটা টাকা ও নেই, যদি আপনার হাতের মোবাইলটাতে টাকা থাকে একটু দিবেন ?

Kobitor.com.pdf

মিজানুর রহমান তার হাতের মোবাইলটা এগিয়ে দিলেন। আমি মোবাইলটা হাতে নিয়েই সকালে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মুখস্থ করা ফয়সালের নাম্বারটা তুলতে শুরু করলাম।

মাত্র পাঁচটা ডিজিট তুলতেই দেখলাম মোবাইলটাতে আমার মুখস্থ করা পুরো নাম্বারটা 'ফয়সাল' লিখে সেইভ করা। মিজানুর রহমানের মোবাইলে ফয়সালের নাম্বার সেইভ থাকবে কেন ? ভাবতে গিয়ে আমার পুরো শরীরটা কেঁপে উঠলো।

আমি মিজানুর রহমানের সামনে বিস্ময় লুকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করে ভাবছি - আংটিটা ফেলে দেওয়া যাবে না। আংটিটা সাথে নিয়েই বের করতে হবে আসল সত্যিটা। আমাকে জানতেই হবে সেদিন রাতে কি ঘটেছিল তানিয়ার সাথে!

(চলবে ...)

লেখকঃ- #মতিউর_মিয়াজী

আংটি - পঞ্চম পর্ব

মস্তিষ্কে হাজারো প্রশ্ন নিয়ে মিজানুর রহমানের বাড়ি থেকে বের হলাম। বাইরে রোদ উঠতে শুরু করেছে। সকালের রোদটা শরীরে লাগছে, আরেকটু ভালো করে শরীরে রোদ মাখাতে একটু সামনেই পার্কে গিয়ে বসলাম।

পার্কের বেঞ্চে এবং চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কে যেন বাদামের খোসা ফেলে রেখেছে। একা একা কিংবা দু'জন মানুষ একসাথে ঘুরতে আসলে বেঞ্চে বসেই বাদাম খাওয়ার পর এই কাজটা করে যায়। বাদাম খাওয়ার পর খোসা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলার মধ্যেই হয়তো আনন্দ খুঁজে নেয়। যদি বলা হয় খাওয়ার পর খোসাগুলো একসাথে করে ফিরিয়ে দিলেই খোসার বিনিময়ে আবার বাদাম দেওয়া হবে, তবু ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলবে। তাদের ভাবনা - ভুল কাজ করার মাঝে যে আনন্দ, তা থেকে বঞ্চিত হবো কেন ?

Kobitor.com pdf

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রকৃতির অদ্‌ভুত পরিবর্তন দেখে নিজে নিজেই বললাম, প্রকৃতি এতো দ্রুত পাল্টাতে পারে ? মাত্রই রোদ ছিল, রোদের তাপ আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করবে তা নয়, হঠাৎ করেই আকাশের উত্তর কোনায় কালো মেঘ জমতে শুরু করলো।

পার্কে থাকা মানুষজন ছুটাছুটি করে বেরিয়ে যাচ্ছে, হালকা বাতাস বইতে শুরু করলো। বেরিয়ে যাওয়া মানুষেরা বৃষ্টিতে ভিজতে চায় না, যে করেই হউক বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে নিরাপদে যেতে চায়।

আমি উঠলাম না। পার্কের বেঞ্চে বসে রইলাম, ইচ্ছে করে বৃষ্টিতে ভেজা আমার পছন্দ নয়। আনিকার বৃষ্টিতে ভিজতে ভালো লাগে। ভালো লাগার এই ইচ্ছেটা নিজে থেকেই অনেকবার আমাকে বলেছে, আমাদের দু'জনের মাঝে থাকা বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয়ে ও আনিকা নিজে থেকেই বার নিজের ইচ্ছেগুলো বলতে থাকে কেন বুঝতে পারি না। মানুষ তার প্রিয়জনকে পছন্দ এবং অপছন্দ গুলো জানানোর চেষ্টা করে, আমি কি আনিকার প্রিয়জন ?

প্রথমে দু'একটা ফোটা পড়লো, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝুম বৃষ্টি শুরু হলো। আমি বৃষ্টির মধ্যেই বেঞ্চে বসে রইলাম। পার্কে আমাকে ছাড়া কেউ নেই, আশ্চর্য জীবনে এই প্রথম বার বৃষ্টিতে ভিজতে ভালো লাগছে। হঠাৎ উত্তর দিক থেকে ছুটে আসা দমকা শীতল বাতাস শরীরে লাগলো, বৃষ্টির মাঝে ছুটে আসা এই বাতাসে শরীরে কাঁপুনি দিয়ে উঠলো। আমি তবু ও বেঞ্চ থেকে উঠলাম না, আজ যতো ক্ষণ বৃষ্টি হবে পুরোটা সময় ভিজবো।

দুপুরের একটু পরে বাড়িতে আসলাম, এসে ঘুমিয়ে গেলাম। দীর্ঘ ক্লান্তির ঘুম। ঘুম ভাঙ্গলো রাত দশটায়, ঘুম থেকে উঠে পুরো এক ঘণ্টা খাটে বসে রইলাম। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা, তবু ও খেতে ইচ্ছে করছে না। বার বার ফয়সালের কথা মনে পরছে। ভাবছি, বোনটা আত্মহত্যা করেনি, এর পেছনে ফয়সাল নিজেই জড়িত আছে। এই সত্যিটা প্রমাণ করবো কিভাবে ? আদালত এমন এক জায়গা, "যেখানে মিথ্যার চেয়ে সত্যিটা প্রমাণ করাই বেশি কষ্টকর!"

হাতে এমন একটা প্রমাণ দরকার, যেটা পেলেই বেরিয়ে আসবে অজানা সব প্রশ্নের উত্তর। ভাবতে গিয়ে তানিয়ার মোবাইলটার কথা মনে পড়লো। তানিয়ার হাতের মোবাইটা দেখা দরকার। এই মোবাইলটাতে ও হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য, যে তথ্য আমার একদমই অজানা।

অনেকদিন পর আজ ভার্সিটিতে যাবো বলে একদম সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠলাম। ঘুম থেকে উঠেই রান্না ঘরে আসলাম। মা রান্না ঘরে নাস্তা তৈরি করছে। আমাকে দেখেই বললো,

- রাকিব তোর বড় মামা আমাকে ফোন দিয়েছিল। তোর জন্য একটা আনন্দের খবর।

- কি খবর শুনি তো।

মা আনন্দিত গলায় বললো,

- তোর ভিসা কনফার্ম হয়েছে। টিকেট কেটেছে আগামী শনি বারের, শনিবার ঠিক রাত দশটায় তোর ফ্লাইট।

দেশের বাইরে যাবো যাবো করে আগে অনেকবার চেষ্টা করেছি। ভিসা কনফার্ম হচ্ছিল না, হঠাৎ করে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাওয়ায় খবর শুনে ভীষণ মন খারাপ হলো। তানিয়ার মৃত্যুর আড়ালে যে অপরাধীরা লুকিয়ে আছে, তাদেরকে প্রমাণ সহ বের করতে না পারলে বিদেশে গিয়ে ও স্বস্তি পাবো না। তানিয়ার আংটিটা আমার নিজের আঙ্গুলে লাগিয়ে রেখেছি, এই আংটিটার রহস্য ততোক্ষণ আমাকে শান্তি দেবে না, যতক্ষণ তানিয়ার সাথে সেদিন রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা জানতে না পারবো।

আমি আমতা আমতা করে মাকে বললাম,

- শনিবার আসতে আর মাত্র সাতদিন বাকি, আমাকে জিজ্ঞাসা করেই তো টিকেট কাটতে পারতো। এতো তাড়াহুড়ো করার কি দরকার ছিল ?

মা আমার কথার জবাব না দিয়ে মাথা নিচু করে ফেললো। ভেবেছিল খবরটা শুনে আমি প্রচণ্ড খুশি হবো। উল্টো এমন প্রশ্ন করায় মায়ের মন খারাপ হলো। মায়ের এই বিষণ্নতা মাখা মুখটা দ্বিতীয়বার দেখতে চাই না। মাকে বললাম,

- মা আমি ভীষণ খুশি, সাত দিনের মধ্যেই নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করবো।

রান্নাঘর থেকে ড্রয়িং রুমে আসলাম। আজকে ভার্সিটিতে যাবো না, সিদ্ধান্ত পাল্টালাম। আঙ্গুলে লাগানো আংটিটার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, হাতে থাকা সাতদিন সময়ের মাঝেই তানিয়ার সাথে ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনাটা বের করবই।

সাথে সাথে আবার ছুটে গেলাম রান্না ঘরে। মায়ের খুব কাছে দাঁড়িয়ে বললাম,

Kobitor.com.pdf

- তানিয়ার হাতের মোবাইলটা কোথায় ?

- আসলেই তো! মোবাইলটা কোথায় ? মোবাইলটার কথা তো একবারই মনে পরেনি!

আমি দ্রুত গলায় বললাম,

- এসব তুমি কি বলছো মা ? মোবাইলটা তোমার কাছে নয় ? তানিয়াকে কবর দিতে যখন ফয়সালের বাড়িতে গিয়েছিলা, সাথে করে মোবাইলটা নিয়ে আসো নাই ?

মা নিচু গলায় বললো,

- নাতো, একবার ও মোবাইলটার কথা মনে ছিল না। ফয়সাল নিজে ও তো মনে করে দিয়ে দিলে পারতো। দিয়ে ও তো দেয়নি। হয়তোবা ফয়সালের ও খেয়াল ছিল না।

- ফয়সালের খেয়াল থাকবে না কেন ?

মা নরম গলায় বললো,

- মৃত্যু শোক মানুষের অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেয়। তাই হয়তো খেয়াল নেই। তানিয়া তার স্ত্রী, বিয়ের তিন দিনের মাথায় স্ত্রীর এমন মৃত্যু মেনে নেওয়া খুব কষ্টের।

বললাম,

- তানিয়ার মৃত্যুর ঠিক একদিন আগে তোমাকে ফোন দিয়েছিল ?

- দিয়েছে তো, বিয়ের পর তানিয়া প্রতিদিন ফোন দিয়েছে।

রান্নাঘর থেকে দ্রুত পায়ে নিজের রুমে আসলাম। সেদিন সাথে ছোট মামা ছিল, ফয়সাল ছোট মামার কাছে তানিয়ার ফোনটা দিয়ে দেয়নি তো ?

Kobitor.com pdf

ফোন দেওয়ার সাথে সাথে ছোট মামা ফোন রিসিভ করলেন। বললেন,

- শুনলাম তোর সব পেপার কনফার্ম হয়েছে। শুনে আমার অসম্ভব ভালো লাগলো। তোর মুখ থেকে খবরটা শোনার অপেক্ষায় ছিলাম। আমি আগেই জানতাম আমার কাছে তোর ফোন আসবে।

- মামা আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণে ফোন দিয়েছি, তানিয়ার হাতের ফোনটা আপনার কাছে আছে ?

- নাতো, আমার কাছে ফোন আসবে কিভাবে ? কেন, সেদিন ফয়সাল তাদের বাড়ি থেকে আসার সময় তানিয়ার ফোনটা দিয়ে দেই নি ?

প্রশ্নের জবাব দিতে ইচ্ছে করলো না। আমি ফোনটা রেখে দিলাম।

হাতে মাত্র সাত দিন সময়, এক মুহূর্ত ও সময়টা নষ্ট করা যাবে না। আমি নাস্তা শেষ করে শার্ট গায়ে দিয়ে সাথে সাথে বাড়ি থেকে বের হলাম।

ফয়সালের বাড়িতে ঢুকে শুনলাম ফয়সাল বাড়িতেই আছে। আজ তার অফিস বন্ধ। আমি ড্রয়িং রুমের সোফায় বসলাম। এই কয়েকদিনে ড্রয়িং রুমের সামান্য একটু পরিবর্তন এসেছে। ড্রয়িং রুমের টিভিটার ঠিক বাম পাশে তানিয়ার একটা ছবি টাঙানো ছিল। ছবিটায় তানিয়ার পাশে ফয়সাল দাঁড়িয়ে ছিল। বিয়ের দিন তোলা হয়েছিল ছবিটা। দেখলাম ছবিটা এখন টাঙানো নেই, ড্রয়িং রুমের চারপাশ ভালো করে তাকালাম, কোথাও নেই।

ফয়সালের মা নুডুলস নিয়ে এসেছে। টি টেবিলে নুডুলস রেখে বললেন,

- তোমাকে দেখে ভালো লাগলো, তানিয়ার মৃত্যুর পর এখন বেশিরভাগ সময়টা একা একা লাগে। মাত্র তিন দিনেই মেয়েটার সাথে ভালো বোঝাপড়া তৈরি হয়েছিল।

আমি আন্তরিক গলায় বললাম,

- নিশ্চয় বুঝতে পারছেন ভাই হয়ে বোনের এই মৃত্যুটা মেনে নিতে আমার কতোটা কষ্ট হচ্ছে। ফয়সালকে একটু আসতে বলবেন ? খুব জরুরী একটা কাজ ছিল।

Kobitor.com pdf

- ফয়সাল তার রুমেই আছে, ইচ্ছে করলে রুমে যেতে পারো।

উঠে গিয়ে ফয়সালের রুমের সামনে দাঁড়ালাম। এই রুমের ভাঙ্গা দরজাটা পাল্টানো হয়েছে। ভেতরে ঢুকতেই আমাকে দেখে বললো,

- সেদিন আপনার সাথে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে চেয়েছিলাম।

আমি আন্তরিক গলায় বললাম,

- ধৈর্য ধরে কথা শোনার মতো পরিস্থিতি সেদিন ছিল না। কি বলবে এখন বলো ?

- শুনলাম আপনি নাকি বেশ কয়েকবার থানায় গিয়েছেন। তানিয়ার আত্ম হত্যার রিপোর্ট বের হওয়ার পরে ও আপনার কাছে সবকিছু অবিশ্বাস্য মনে হয় কেন ?

আমি একবার নিজের আঙ্গুলের আংটিটার দিকে তাকালাম। তাড়পড় ফয়সালের দিকে তাকিয়ে বললাম,

- এখন এসেছি তানিয়ার ব্যবহার করা মোবাইলটা নিয়ে যেতে। তানিয়ার মোবাইলটা কোথায় ?

ফয়সাল কথা শুনে চমকে উঠলো। নিজেকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে আমার দিকে একই সাথে বিস্ময় আর ভয় নিয়ে তাকালো। এই প্রথম বার ফয়সালের চোখে ভয়ের স্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছে। ফয়সাল মোবাইলটা বের করার জন্য খাটের সাথে থাকা ড্রয়ারটা খুললো।

আমি ভাবলাম, মোবাইলটা তার এতো কাছে থেকে ও নিজে থেকে আগেই ফিরিয়ে দিতে চায়নি কেন ? তানিয়ার মৃত্যুর এতোদিন হয়েছে, একবার ও কি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা মনে ছিল না ?

ফয়সাল ড্রয়ার থেকে তানিয়ার মোবাইলটা বের করলো। আমি মোবাইলটা হাতে নিলাম। মোবাইলটাতে এখনো দশ পার্সেন্ট চার্জ রয়েছে। মোবাইলটার ফোন লিস্টে ঢুকে সাথে সাথেই পুরোপুরি শিউরে উঠলাম। আশ্চর্য, ফোন লিস্টে একটা নাম্বার ও নেই। সবগুলো নাম্বার ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে!

(চলবে ....)

Kobitor.com pdf

লেখকঃ- #মতিউর_মিয়াজী

আংটি - ষষ্ঠ পর্ব

তানিয়ার মোবাইলটা হাতে নিয়ে বাইরে আসলাম। গাড়িতে উঠতে ইচ্ছে করছে না। সামনেই স্টেশন, স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছতে অনেকক্ষণ হাঁটতে হবে। আমি হাঁটতে শুরু করলাম।

স্টেশনে এসে গাড়িতে বসার পর ফয়সালের অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকানোর দৃশ্যটা বার বার চোখের সামনে ভাসছে। বুঝতে পারলাম, ফয়সাল গোপনে গোপনে আমার খোঁজ রাখছে। আমি ইদানীং কয়েকবার থানায় গিয়েছি। এই খবরটা ফয়সাল জানার কথা নয়, জানলো কিভাবে ?

বাস চলতে শুরু করেছে। জানালার পাশে বসে বাইরে তাকালাম, বাস সামনে যতো দ্রুত এগোচ্ছে রাস্তার দু'পাশের বাড়িগুলো পেছনে পড়ছে। রাস্তার পাশে থাকা মানুষজন দ্রুত হেঁটে চলছে। সবার চোখে ব্যস্ততা, চলমান পৃথিবীতে থেমে থাকার মতো সময় কারো হাতেই নেই।

দ্রুত গতিতে ছুটে চলা বাসটা এসে থামলো। বাসে বেশিক্ষণ বাসে থাকলে মাথায় যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। আমি বাস থেকে নামলাম। একজন অপরিচিত বৃদ্ধ মহিলা কাছে এসে বললো,

- বাজান, দশটা টাকা দিবেন ?

আমি পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে বললাম,

- এই বয়সে এসে ও আপনাকে ভিক্ষা করতে হচ্ছে ?

- কি করবো বাজান বলো ? স্বামী মারা গেছে অনেকদিন হলো। একটা ছেলে আছে, ছেলেটার কোন খোঁজ নাই।

Kobitor.com pdf

আমি মানিব্যাগ থেকে দশ টাকা বের বৃদ্ধ মহিলার হাতে দিলাম। ওনার মুখে মৃত্যুর কথা শুনে তানিয়ার কবরটার কথা মনে পড়লো। ফয়সালের বাড়ি থেকে ঘুরে আসলাম, অথচ কবরটা দেখে আসা হয়নি।মৃত্যু রহস্য বের করার টেনশন কবরটার কথা ভুলিয়ে দিয়েছে, কবরটা দেখতে অন্যদিন যেতে হবে।

ঘরে ঢুকে মায়ের রুমে গেলাম। মা রুমে নেই, হয়তো ছাদে গিয়েছে। তানিয়ার ফোনটা পকেট থেকে বের করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বারান্দায় টবে একটা অ্যালোভেরা গাছ লাগানো, গাছটায় অনেকদিন হলো পানি দেওয়া হয় না। গাছের পাতাগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে, আর কয়েকদিন পানি বিহীন থাকলে মারা যেতে পারে।

কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে রুমে ঢুকে খাটে বসলাম। তানিয়ার মোবাইলটার ফোন লিস্টে একটা নাম্বার ও নেই, এটা জেনে ও বার বার মোবাইলটার ফোন লিস্টে ঢুকছি আর ভাবছি, ফয়সাল ফোন লিস্টের নাম্বার গুলো ডিলিট করে দিয়েছে কেন ?

তানিয়ার ফোনে ফয়সালের পরিচিত কারো নাম্বার থাকার কথা নয়, তাহলে ডিলিট করবে কেন ? ভাবতে গিয়ে মনে হলো, তানিয়া কি এমন কারো ফোন নাম্বার পেয়েছিল যে মানুষটার সাথে ফয়সালের ভালবাসাময় সম্পর্ক চলছিল ?

বিয়ের পর একটা ছেলে যদি কোন মেয়ের সাথে সম্পর্ক চালিয়ে যায়, তা গোপন রাখতে চায়। গোপনীয় এই তথ্য জেনে গেলে ভয়ঙ্কর কিছু হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। ভাবতে গিয়ে আমার শরীরে কাঁপুনি দিয়ে উঠলো। যদি সত্যিই এই রকম কোন মেয়ের সাথে ফয়সালের সম্পর্ক থাকে, তাহলে মেয়েটাকে খুঁজে বের করতে পারলেই সবকিছু জেনে যাবো।

আনিকা ফোন দিয়েছে। ফোনটা রিসিভ করতে ইচ্ছে করছে না। তবু ও রিসিভ করলাম। আনিকা অভিমানী গলায় বললো,

- আচ্ছা তুই ভার্সিটিতে কবে আসবি শুনি। প্রতিদিন বের হওয়ার সময় মনে হয় তুই আজ আসবি, এসে দেখি তোর খোঁজ নেই, তুই কোথা ও নেই।

আমি বললাম,

- ভার্সিটিতে আসাটা কি খুব জরুরী ?

kobitor.com pdf

আনিকা অবাক করে দিয়ে বললো,

- তার চেয়ে ও জরুরী তোর সাথে দেখা করাটা। যদি বলি দেখা করার জন্য একটু সময় বের করতে, দেখা করবি আমার সাথে ?

কথাটা বলতে গিয়ে আনিকার গলা জড়িয়ে আসছে, আমি বললাম,

- ঠিক আছে, আমি এখনি আসছি। রেল স্টেশনে আসতে পারবি তো ?

- হুম, পারবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রেল স্টেশনে পৌঁছলাম। আনিকা স্টেশনে নেই, ফোন দিতে মোবাইলটা হাতে নিতেই আনিকাকে আসতে দেখা গেলো। সূর্য আনিকার ঠিক মাথা বরাবর, সূর্যের আলোতে আনিকার চোহারাটা আরো উজ্জ্বল রূপে ফুটে উঠেছে। আমি মুগ্ধতা নিয়ে তাকিয়ে রইলাম।

আনিকা পাশে এসে বসলো। মাথা নিচু করে বললো,

- জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়টা পাড় করছি, সময়টা এতো কঠিন ভাবে কাটাতে হবে কল্পনা ও করিনি।

আনিকার মুখে এমন কথা শুনে বেশ অবাক হলাম। দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললাম,

- আমাকে তো আগে কিছুই বলিস নাই, তোর হঠাৎ করে আবার কি হয়েছে ?

আনিকা করুণ গলায় বললো,

- জানিস আমার বাবা আমার সাথে এক সপ্তাহ ধরে কথা বলছে না, বাবার কাছে আমি রাজকন্যা ছিলাম। অথচ এই রাজকন্যার সাথেই বাবা অভিমান করে আছে।

- কি এমন অপরাধ করেছিস ? যে অপরাধের কারণে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে ?

- বাবার কাছে খুব দামী একটা মূল্যবান জিনিস চেয়েছি।

Kobitor.com pdf

আমি রেল লাইনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অনেক দূর থেকে স্টেশনে একটা ট্রেন ছুটে আসছে। ট্রনের গতি কমেছে, ট্রেনটা স্টেশনেই থেমে যাবে। মানুষের জীবনের মতো সমাপ্তির আগে সবকিছুর গতি কমে যায়।

আমি প্রসঙ্গ পাল্টে আনিকাকে বললাম,

- তানিয়াকে বিয়ে দেওয়ার সময় যখন তোর কাছে ফয়সালের চাকুরীটার কথা বলেছিলাম। শুনে তুই বলেছিলি ওই অফিসে তোর দূর সম্পর্কে পরিচিত একজন চাকুরী করে।

- হুম বলেছি, ছেলেটার নাম মামুন। আমার দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই।

- ছেলেটার ফোন নাম্বারটা দিতে পারবি ?

- ওর নাম্বার দিয়ে তোর কি কাজ ?

আমি আগ্রহ নিয়ে বললাম,

- ফয়সাল সম্পর্কে অনেক কিছুই আমার অজানা। তার চরিত্র সম্পর্কে জানাটা আমার খুব প্রয়োজন।

পরদিন সকালে ফয়সালের অফিসের সামনে আসলাম। অফিস থেকে একটু দূরেই চা দোকান, দোকানে বসলে অফিসের গেইটের সামনের সবকিছু দেখা যায়। আমি দোকানে গিয়ে বসলাম।

এখানে এসেছি মামুনের সাথে কথা বলতে। দোকানে বসা থেকেই মামুনকে আসতে দেখা গেলো, আমি এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিতেই মামুন দ্রুত গলায় বললো,

- আনিকা আমাকে ফোনে বলেছে আপনি বিকেলে দেখা করতে আসবেন। এখন তো হাতে সময় নেই, আপনি আরেকদিন আসিয়েন, তবে যেদিনই আসেন বিকেলে আসবেন।

আমি জোরালো গলায় বললাম,

Kobitor.com pdf

- আরেকদিন নয়, আজকেই দেখা করবো। তুমি অফিস থেকে বের হওয়া পর্যন্ত পুরো সময়টা অপেক্ষা করবো।

- এতটা জরুরী ?

- হুম।

ঠিক আছে, আপনি আশেপাশে কোথাও অপেক্ষা করেন। আমি বের হয়ে ফোন দেবো, আপনার নাম্বারটা আনিকা আমাকে রাতেই দিয়ে রেখেছে।

মামুনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে দুপুর হলো। সে এখনো অফিস থেকে বের হয়নি। পেটে ক্ষুধা লেগেছে, বাইরের খাবার খাওয়া আমার খুবই অপছন্দ।

মামুন অফিস থেকে বের হতে হতে হয়তোবা বিকেল হয়ে যেতে পারে, ক্ষুধা নিয়ে এতটা সময় অপেক্ষা করা খুবই কঠিন। আমি চা দোকান থেকে দুই পিছ কেক, সাথে এক কাপ চা নিলাম। খেতে ভালোই লাগছে। বুঝলাম, ক্ষুধা নিয়ে খেলে যে কোন খাবারের স্বাদটা আসলেই বেড়ে যায়।

একটু পরেই মা ফোন দিয়ে বললো,

- রাকিব কোথায় আছিস ? দুপুরের খাওয়ার সময়টা পেরিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আয়।

- মা আসতে আমার দেরি হয়ে যাবে।

মা রাগী গলায় বললো,

- কয়েকটা দিন ধরে ঠিক সময়ে ঘরে আসছিস না, খাওয়ার সময়ে ও তোরে পাওয়া যায় না। কয়েকদিন পরেই তোর ফ্লাইট, এখন এভাবে ঘুরাঘুরি করাটা কি উচিত হচ্ছে ?

Kobitor.com pdf

- শুনো মা, কয়েকদিন পরেই ফ্লাইট বলেই এতটা ঘুরাঘুরি করতে হচ্ছে। যতোক্ষণ সমাধান বের করতে না পারবো না, নিজকে থামিয়ে রাখতে পারবো না।

মা শীতল গলায় বললো,

- বলছিস কি তুই ? কিসের সমাধান ?

আমি জবাব দিলাম না, ফোনটা রেখে চায়ে চুমুক দিলাম। এতক্ষণে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

মামুন অফিস থেকে বের হলো বিকেল পাঁচটায়। আমাকে এতোক্ষণ অপেক্ষা করতে দেখে বিস্ময় নিয়ে বললো,

- কি এমন জরুরী কথা ? যেটা বলার জন্য এতটা সময় ধরে অপেক্ষা করেছেন ?

আমি বসা থেকে উঠলাম। অনেকক্ষণ বসে থাকায় আর বসতে ইচ্ছে করছে না। মামুন আমার পাশাপাশি হাঁটছে। আমি বললাম,

- একজন মানুষ সম্পর্কে জানতে এসেছি। নাম বলবে অব্যশই চিনবে।

- জ্বী, নামটা বলুন।

- ফয়সাল নামের কাউকে চিনো ?

- অব্যশই চেনা। কি হয়েছে ফয়সালের ?

আমি নরম গলায় বললাম,

- ফয়সালের কিছুই হয়নি। যা হয়েছে আমার বোনটার হয়েছে। ফয়সালের সাথে বোনটার বিয়ে হওয়ার তিন দিনের মাথায় আত্মহত্যা করে মারা যায়।

Kobitor.com pdf

মামুন বিস্ময় নিয়ে বললো,

- আপনার বোনের সাথে বিয়ে হয়েছে মানে ? ফয়সালের সাথে চাকুরি করা আমাদের অফিসের কেউ তো জানি না। ফয়সালের কলিগ তিশাকে রেখে অন্য কাউকে বিয়ে করবে কেন ?

আমি সাথে সাথে হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেলাম। হতভম্ব হয়ে মামুনের দিকে তাকিয়ে বললাম,

- বিয়ের কথা অফিসের কাউকে জানায়নি ? তিশা মেয়েটা আবার কে ?

মামুন বললো,

- তিশা আমাদের অফিসেই চাকুরি করে। তিশার সাথে ফয়সালের রয়েছে ভালবাসাময় গভীর সম্পর্ক। খুব শীঘ্রই দু'জন দু'জনকে বিয়ে করার কথা!

মনে হচ্ছে আমার পা দুইটা বরফের মতো জমাট বেধে যাচ্ছে। সামনে এগিয়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি সামনের দিকে পা বাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে ভাবছি, তানিয়া কি তাহলে সেদিন রাতে তিশা সম্পর্কেই জেনে গিয়েছিল ?

(চলবে ....)

লেখকঃ- #মতিউর_মিয়াজী

আংটি - সপ্তম পর্ব

প্রতিটা দিন খুব দ্রুত এগোচ্ছে। হাতে থাকা সময়টা সঠিকভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। মাঝ রাতে আনিকার নাম্বার থেকে আসা ফোনে ঘুম ভাঙ্গলো। ফোনটা রিসিভ করতেই আনিকা হাসিমুখে বললো,

- রাকিব জানিস আজকের দিনটা আমার জন্য পৃথিবীর সবচেয়ে আনন্দের দিন। বাবা অভিমান ভেঙ্গে তার রাজকন্যাটার সাথে কথা বলেছে। মেনে নিয়েছে আমার সকল চাওয়া।

Kobitor.com pdf

আমি সহজ গলায় বললাম,

- কি এমন চেয়েছিলি তোর বাবার কাছে ? মেনে নিতে এতটা দিন লেগেছে।

আমাকে বিস্মিত করে দিয়ে বললো,

- আমি সারা জীবনের জন্য তোর হতে চেয়েছি। বাবাকে বলেছি আমার ভালবাসার কথা। সেদিন হসপিটালে যাওয়ার পর তোর মায়ের চোখে তানিয়ার প্রতি যে ভালবাসা দেখেছি সে ভালবাসার সামান্য টুকু পেতে তোর মাকে আমি মা ডাকতে চাই।

আমি আমতা আমতা করে বললাম,

- বলছিস কি এসব ? সারা জীবনের জন্য আমার হতে চাস মানে ? হঠাৎ করে আসা আবেগ নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিস কিভাবে ?

- যা বলছি ভেবেচিন্তে বলছি। আমার এই বয়সটা আবেগের নয়, আবেগ মাখানো বয়সটা পেছনে ফেলে এসেছি।

- তুই তো জানিস আমাদের সম্পর্কটা শুধু মাত্র বন্ধুত্বের।

আনিকা আত্মবিশ্বাসী গলায় বললো,

- যেদিন তোর মাকে দেখতে হসপিটালে গিয়েছি, সেদিনই আমি তোরে ভালবেসে ফেলি। জানিস খুব ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছি, সন্তানের প্রতি একজন মায়ের কতটুকু ভালবাসা থাকে সেদিন হসপিটালে না গেলে বুঝতে পারতাম না। আমি মমতাময়ী সেই মায়ের ভালবাসা নিয়ে বাকিটা জীবন বাঁচতে চাই। পরদিনই রাতেই আমার ভালবাসার কথাটা তোরে জানিয়ে দিতাম, বাবা যদি রাজি না হয় তাই জানাইনি। আজকে বাবাকে রাজি করিয়েছি, এখন তুই ফিরিয়ে দিবি আমায় ?

আনিকার কথা শুনে পুরোপুরি থমকে গেলাম। পৃথিবীতে এতো শব্দ থেকে ও আনিকাকে বলার মতো কোন শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। দীর্ঘক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

- আনিকা তোরে হয়তো বলা হয়নি, আগামী শনিবার আমার ফ্লাইট। আমি এই জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাচ্ছি অনেক দূরে, বহুদূর।

Robitor.com pdf

আনিকা জবাব দিলো না। আমি ফোনটা কানে লাগিয়ে বসে আছি, একটু পরেই অপর প্রান্ত থেকে কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। আনিকা কাঁদছে, হাউমাউ করে কাঁদছে।

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে ঘুম আসতে অনেক দেরি হয়। আমি আনিকার ফোনটা কেটে দিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। আনিকার কান্নার শব্দটা বার বার কানে বাজছে, আমি তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ঘুমিয়ে গেলাম।

একটু পরেই আবারো ঘুম ভাঙ্গলো, ঘুম ভেঙ্গেছে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে। আমি ভয় পেয়ে খাটের উপরে উঠে বসলাম। রুমের লাইট জ্বাললাম। তানিয়ার মৃত্যুর পর এই প্রথম বার তানিয়াকে স্বপ্নে দেখলাম। স্বপ্নের ভেতর তানিয়া আমার কাছে আংটিটা চাইলো, ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরো রুম তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম। ঠিক যখনি মনে হলো আংটিটা আমার আঙ্গুলে লাগানো, তাকিয়ে দেখি তানিয়া নেই।

ছোট এই স্বপ্নটা দেখে গলা শুকিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে পানির তৃষ্ণায় মারা যাবো। পাশে থাকা জগ থেকে এক গ্লাস পানি খেয়ে ভাবলাম, খুব সকালেই তানিয়ার কবরটা দেখতে যাবো।

ঘুম থেকে উঠে নাস্তা করেই বাইরে বের হলাম। বাসে করে ফয়সালের বাড়িতে আসতে অনেকক্ষণ লাগলো।

তানিয়ার কবরটার কাছে আসার আগে ফয়সালের বাড়ির সামনে আসলাম। বাড়ির সামনে অনেক মানুষজন দেখে আগ্রহ নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মেয়েকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম,

- এই বাড়িতে আজ এতো মানুষজন কেন ?

- বিয়েতে তো মানুষজন থাকবেই, ফয়সাল গতকাল বিয়ে করেছে।

কঠিন গলায় বললাম,

- হঠাৎ করে বিয়ে ?

kobitor.com pdf

মেয়েটা সহজ গলায় বললো,

- অফিসের কলিগ তিশা আপুকে আরো আগেই বিয়ে করার কথা ছিল, মাঝখানে অনেক ঝামেলার কারণে দেরি হয়ে গেছে।

কথাটা শুনে মেয়েটার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। এখানে দাঁড়াতে এক মুহূর্ত ও ইচ্ছে করছে না। আমি পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলাম তানিয়ার কবরটার দিকে।

তানিয়ার কবরটার উপরে দেওয়া মাটিগুলো শুকিয়ে গেছে। ছোট ছোট ঘাস উঠতে শুরু করছে। আমি কবরের পাশে বসে ভাবছি, ঘাসগুলো একদিন আরো বড় হবে, পরিবর্তন হয়ে যাবে সবকিছু। পাল্টে যাওয়া সময়ের সাথে সাথে এক সময় মানুষ সবকিছু ভুলে যাবে।

বাড়িতে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়েছে। ঘরে ঢুকে আঙ্গুলে লাগানো আংটিটার দিকে হতাশ চোখে তাকালাম। তিশার সাথে ফয়সালের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর একটা মেয়ের সবচেয়ে আপনজন হয়ে যায় তার স্বামী। এমন অবস্থায় তিশার কাছ থেকে ফয়সাল সম্পর্কে কিভাবে জানবো ?

সকাল থেকেই বার বার আনিকার কথা ভুলে থাকার চেষ্টা করছি। ভুলে থাকতে পারছি না। আনিকাকে কখনো কাঁদতে দেখিনি, রাতে শুনতে পাওয়া কান্নার শব্দগুলো হৃদয়টা এলোমেলো করে দিচ্ছে। হৃদয়ে জমে থাকা অনুভূতিটা বার বার আনিকার কাছে ছুটে যেতে চাচ্ছে।

আমি ছুটে গেলাম মায়ের শোবার রুমে। মা শোবার রুমে সাথে লাগানো বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে এগিয়ে আসলো। আমি বললাম,

- আমার বিয়ের ব্যাপারে তোমাকে কথা বলার জন্য আগামীকাল আনিকার বাড়িতে যেতে হবে।

আমার কথা শুনে মা কিছু একটা বলতে চেয়েছিল। আমি মাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম,

- ভালবেসে প্রিয় মানুষটার জন্য যদি কেউ চোখের জল ফেলে সেই জল কখনোই মিথ্যা হতে পারে না।

মা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। অনেকদিন পর মায়ের মুখে মমতা মাখানো হাসিটা দেখলাম।

Kobitor.com pdf

আজকে রাতেই আনিকার সাথে মা ফোনে কথা বললো। আনিকার বাড়িতে আমরা আগামীকাল আসবো শুনে সে আবারো কাঁদলো। এবারের এই কান্নায় আনন্দ মেশানো, আত্মতৃপ্তি মেশানো আনন্দ।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে গোসল করলাম। মা আমার আগেই তৈরি হয়ে আছে। মাকে সাথে নিয়ে রুম থেকে বের হলাম। গেইটের কাছে আসতেই দারোয়ান বললো,

- একটা আপা এসেছিল, এসে তোমার ফোন নাম্বার নিয়ে গেছে।

আমি মায়ের সাথে আনিকার বাড়িতে যাওয়ার জন্য বের হয়েছি, এখন তো আনিকা আমাদের বাড়িতে আসার কথা নয়। আনিকার কাছে আমার ফোন নাম্বার রয়েছে, তাহলে কে এসেছে ?

দারোয়ানকে কঠিন গলায় বললাম,

- আপা মানে ? যে মেয়েটা এসেছিল মেয়েটাকে চিনেন না ?

- জ্বে না, আগে কখনো দেখিনি।

- অপরিচিত হলে ফোন নাম্বার দিয়েছেন কেন ?

- মেয়েটা এসেই বললো সে তানিয়ার পরিচিত।

মা নরম গলায় বললো,

- হয়েছে তো রাকিব, একটা শুভ কাজে যাচ্ছি। শুধু শুধু এতো কথা বাড়ানোর কি দরকার ?

আমি বললাম,

- মা শুনো, তানিয়ার পরিচিত কেউ হলে আমাদের বাসার ভেতরে আসবে। দারোয়ানের কাছ থেকে আমার নাম্বার নিবে কেন ?

Kobitor.com pdf

মা চুপ করে আছে। আমি দারোয়ানকে বললাম,

- শুধুই কি নাম্বার চেয়েছে ? আর কিছু বলেনি ?

দারোয়ান মাথা নিচু করে বললো,

- না। আর কিছুই বলেনি।

আমি গেইট থেকে বাইরে বের হলাম। যাওয়ার সময় দারোয়ানকে বললাম,

- যদি অপরিচিত কেউ আসে, বলবেন বাড়ির ভেতরে যেতে। নাম্বারের প্রয়োজন কিংবা যে কোন প্রয়োজনে যেন ভেতরে এসে কথা বলে।

দারোয়ান হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

মাকে সাথে নিয়ে আনিকার বাড়িতে আসলাম। বাড়িটার ঠিক সামনে একটা বাগান বিলাস গাছ লাগানো। পুরো গাছে এমন ভাবে ফুল ফুটেছে মনে হচ্ছে নীল আকাশের নিচে আগুন ধরে গেছে।

বাগান বিলাস গাছটার কারণে বাড়ির রঙ টা অসম্ভব সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে। লাল রঙের পেছনেই পুরো দেওয়ালটা কালো রঙে সাজানো হয়েছে।

আনিকার ঘরে ঢুকতেই তার বাবা এগিয়ে আসলেন। আজ আমরা আসবে বলে তিনি অফিসে যান নি।

মা সোফায় বসেছে। আমি মায়ের পাশে বসলাম। আনিকার বাবাকে অতি ব্যস্ত দেখাচ্ছে, তিনি একবার দু'তালায় যাচ্ছেন আরেক বার ড্রয়িং রুমে আমাদের সাথে একটু একটু কথা বলে উপরে চলে যাচ্ছেন।

আনিকাকে আসতে দেখা গেলো। আনিকা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে, সে আজ শাড়ি পড়েছে। কালো রংয়ের সুন্দর একটি শাড়ি। আনিকাকে শাড়ি পড়া অবস্থায় আগে কখনো দেখিনি। কালো রংয়ের এই শাড়িটাতে তাকে অসম্ভব সুন্দর মানিয়েছে।

Kobitor.com pdf

আনিকা মায়ের কাছে এসে বললো,

- আপনারা একটু বসুন, আমি রান্না ঘরে যাবো আর চলে আসবো।

মা হাসিমুখে বললো,

- আরে আরে তুমি এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন ? খাবার তৈরি করায় এতো ব্যস্ত হতে হবে না।

- আব্বু তো সকাল থেকেই রান্নাঘরে ব্যস্ততায় কাটাচ্ছে, একটার পর একটা আইটেম বানাচ্ছে।

মা হেসে ফেললো। হাসিমুখে বললো,

- তোমার বাবাকে বলো চলে আসতে।

আনিকা তার বাবাকে ডাকতে সিঁড়ি বেয়ে দু'তালায় দৌড়ে উঠে গেল।

একটু পরেই আনিকা তার বাবাকে সাথে নিয়ে আমাদের পাশের সোফায় বসলো। আমি একবার আনিকার দিকে তাকাচ্ছি আরেক বার মাথা নিচু করে ফেলছি। আনিকার বাবার সাথে মা আমাদের ব্যাপারে কথা বলছেন। আমার পুরো মনযোগ আনিকার দিকে থাকায় মায়ের কথায় মনযোগ দিতে পারছি না। এর মাঝেই হঠাৎ করে পকেটে আমার মোবাইলটা কেঁপে উঠলো।

মোবাইলে ফোন এসেছে ভেবে সোফা থেকে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ফোনটা বের করলাম। না, কেউ ফোন দেয় নি। হোয়াটসঅ্যাপে একটা অপরিচিত নাম্বার থেকে মেসেজ এসেছে। মেসেজটা সীন করতেই সাথে সাথে পুরোপুরি চমকে উঠলাম। মেসেজে লিখা,

- সকালে দারোয়ান থেকে নাম্বারটা আমিই এনেছিলাম। দেখুন একটা ভিডিও পাঠিয়েছি। ভিডিও টা দেখুন, এই ছোট ভিডিও টাই তানিয়ার মৃত্যুর আসল কারণ।

(চলবে ...)

Kobitar.com pdf

লেখকঃ- #মতিউর_মিয়াজী

আংটি - সমাপ্তি পর্ব

অপরিচিত নাম্বার থেকে পাওয়া মেসেজটা দেখে চমকালাম। এমন অদ্ভুত মেসেজ আমাকে কেন পাঠিয়েছে বুঝতে পারলাম না। আমি মেসেজটা আবার পড়লাম, পড়ার মাঝেই এই নাম্বারটা থেকেই ছোট একটা ভিডিও আসলো।

ভিডিওটা চালু হতে দেরি হচ্ছে। আমি আনিকার সামনে থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়ালাম। মা সোফায় বসে আনিকার বাবার সাথে আমাদের বিয়ের তারিখের ব্যাপারে আলোচনা করছেন। মোবাইলে তিন মিনিটের ছোট ভিডিওটা চালু হয়েছে। আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকালাম। কয়েক সেকেন্ড যাওয়ার পর আমার পুরো শরীর কেঁপে উঠলো। পুরো এক জীবনে কোন ভিডিও দেখে এতটা বিস্মিত হইনি। দু'জনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ভিডিও। ভিডিওতে দেখানো মানুষটা ফয়সাল, তার পাশে তিশা নামের মেয়েটা। আমি বুঝতে পারার সাথে সাথে ভিডিওটা বন্ধ করে মোবাইলটা পকেটে রেখে দিলাম।

ফয়সালের সাথে তিশার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও এই মেয়েটা কিভাবে পেয়েছে ? আমাকে জানতেই হবে, জানতে হবে ভিডিও টার পেছনের আসল রহস্য। আমি মায়ের পাশে সোফায় এসে বসলাম।

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়েছে, তিন মাস পর বিদেশ থেকে ছুটিতে দেশে ফিরলেই আমাদের বিয়েটা হবে। বিয়ের তারিখ ঠিক করার পর আমি মায়ের কানের কাছে গিয়ে বললাম,

- মা দেখো, আনিকা কতোটা খুশি।

মা আমাকে আস্তে করে ধাক্কা দিয়ে বললো,

- পছন্দের মানুষটাকে আপনজন করতে পারলে প্রতিটা মানুষই ঠিক এতটা খুশি হয়। মেয়েটাকে ঠিক এরকমভাবে সারাটা জীবন সুখী রাখার চেষ্টা করবি।

মায়ের কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। আনিকা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, কেন জানি আনিকার দিকে তাকাতে লজ্জা লাগছে। আমি লজ্জায় আনিকার দিকে তাকাতে পারলাম না, মাথা নিচু করে ফেললাম।

Kobitor.com.pdf

আনিকার বাড়ি থেকে বাসায় ফিরলাম। মা আমাদের বিয়ের কথাটা সবাইকে ফোন দিয়ে জানাচ্ছে। আমি মায়ের কাছ থেকে উঠে রুমে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ করে অদ্ভুত সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে ভাবতে ফয়সালকে ফোন দিলাম। ফয়সাল ফোনটা রিসিভ করেছে। রিসিভ করতেই বললাম,

- তোমার ফোনে একটা ছোট ভিডিও পাঠিয়েছি, যদি সময় থাকে ভিডিও দেখে নিও একবার।

ফয়সাল সহজ গলায় বললো,

- কিসের ভিডিও ?

আমি জবাব না দিয়ে ফোনটা কেটে দিলাম। খাটে হেলান দিয়ে বসলাম। অপেক্ষা করছি ফয়সালের ফোনের। ভিডিও টা দেখে ফয়সাল আমাকে ফোন দিতে দেরি করার কথা নয়।

পাঁচ মিনিট পরেই ফয়সালের ফোন আসলো। আমি রিসিভ করার সাথে সাথে বরফ শীতল গলায় বললো,

- কোথায় পেয়েছেন আমার এই ভিডিও ?

আমি বললাম,

- খুব ভয় পেয়েছ ? সত্যি করে বলবে এই ভিডিও টার সাথে আমার বোন তানিয়ার আত্মহত্যার কিসের সম্পর্ক ?

- কোন সম্পর্ক নেই, বিশ্বাস করেন আমাকে। ভিডিও টার সাথে তানিয়ার আত্মহত্যার কোন সম্পর্ক নেই।

- আমি জানতাম, তুমি সত্যি বলবে না। এই ভিডিও টাই তানিয়ার মৃত্যুর পেছনের সব সত্যি বের করে দিবে। আমি এখনি উচ্চ আদালতে যাবো, ভিডিও হাতে আছে। আশা করি মৃত্যু রহস্য বের করতে খুব একটা দেরি হবে না।

ফয়সাল মুহূর্তেই কাঁদতে শুরু করেছে, ওপাশ থেকে কান্নার শব্দ আসছে। কাঁদতে কাঁদতে বললো,

- আবারো বলছি বিশ্বাস করেন আমায়, তানিয়ার আত্মহত্যার পেছনে ভিডিও টার কোন সম্পর্ক নেই।

Kobitor.com pdf

আমি ফোনটা কেটে দিলাম। কেটে দেওয়ার সাথে সাথে ফয়সাল আবার ফোন দিয়েছে। ফোনটা রিসিভ করলাম। ফয়সাল বললো,

- ফোনটা কেটে দিয়েছেন কেন ?

- এখনি উচ্চ আদালতে যেতে হবে, হাতে খুব একটা সময় নেই। মামলা করার পর আত্মহত্যার পেছনে আসল রহস্য খুঁজে করবো। তাই ফোনটা কেটে দিয়েছি।

কথা শুনে ফয়সাল প্রচণ্ড ভয় পেলো। আমাকে বিষন্ন গলায় বললো,

- প্লিজ তানিয়ার মৃত্যুর ব্যাপারে আদালতে যাবেন না। যদি আইনি জটিলতায় না জড়ান তাহলে আপনাকে সত্যিটা বলবো, সত্যিটা শোনালে পুলিশের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দিবেন তো ?

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম,

- আচ্ছা ঠিক আছে, কথা দিলাম।

ফয়সাল বললো,

- সেদিন তানিয়া আত্মহত্যা করেনি। তানিয়াকে আমি নিজেই শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলেছি। আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেবো বলেই পাখায় টানানো রডের সাথে তানিয়ার লাশ ঝুলিয়ে দিয়েছি।

কথাটা শুনে আমার পুরো শরীর কাটা কাটা দিয়ে উঠলো। কানের কাছে ফোনটা ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। আমি আমতা আমতা করে বললাম,

- কেন খুন করেছিলি আমার প্রিয় বোনটাকে ?

ফয়সাল বললো,

- কারণ আপনার পাঠানো এই ভিডিওটা। অফিসে যাওয়ার সময় ভুল করে আমার মোবাইলটা বাসায় রেখে চলে যাই, আমার ফোনে থাকা এই ভিডিওটা তানিয়া দেখে ফেলে। তিশার সাথে কাটানো আমাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ভিডিও টা দেখার পরে তানিয়া ভয়াবহ ধরণের পাগলামি শুরু করে। তানিয়া এটা মেনে নিতে পারেনি। যখন শুনলো তিশার সাথে বিয়ের পরে ও সম্পর্ক চলমান রেখেছি সে আমার এই অপরাধ সবাইকে

Kobitor.com pdf

জানিয়ে দিতে চেয়েছিল। তানিয়াকে অনেকভাবে আটকে রাখার চেষ্টা করেছি। আটকাতে পারিনি। তাইতো শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলেছি।

বিষন্নতা মাখানো একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললাম,

- তুমি একজন খুনী। তিশা এটা জানে ?

- হুম জানে, তানিয়াকে খুন করার আইডিয়াটা তিশাকে সাথে নিয়ে দু'জনে মিলেই তৈরি করেছি। তবে খুন করার আগে তানিয়া বলেছিল, এই ভিডিও টা সে তার একটা বান্ধবীর কাছে পাঠিয়ে রেখেছে। আমি তানিয়াকে খুন করার পর সেই বান্ধবীর মোবাইল নাম্বারটা মোবাইল থেকে নিয়ে নিলাম, নাম্বারটা নিয়ে ও বান্ধবীটাকে খুঁজে বের করতে পারিনি। অনেক খুঁজেছি, কোথা ও খুঁজে পাইনি।

আমি জবাব দেওয়ার ভাষা হারিয়ে ফেললাম। ফয়সাল বললো,

- প্রথমেই তিশাকে বিয়ে না করে তানিয়াকে বিয়ে করেছি কেন জানেন ?

আমি জানতে চাইলাম না। কোন কিছুই জানতে ইচ্ছে করছে না। ফোনটা কেটে দিয়ে দৌড়ে মায়ের রুমে গেলাম। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলাম। মা বার বার জিজ্ঞাসা করছে, কাঁদছি কেন ? কান্নার কারণটা মাকে বলতে গিয়ে ও বলতে পারছি না।

হাতে মাত্র একটা দিন সময় রয়েছে। একদিন পরেই ফ্লাইট। আমি পুরো দিনটা কিছুই মুখে দিলাম না। খেতে ইচ্ছে করছে না। মা কয়েকবার করে খাওয়ার কথা বলে যাচ্ছে, মায়ের কথা রাখতে রাতে এক প্লেট ভাত খেয়েই ঘুমিয়ে পরলাম।

ঘুম ভাঙ্গলো খুব সকালে, মাথাটা ব্যথা শুরু হয়েছে। ফয়সালের মুখ থেকে কথা গুলো শোনার পর তা বার বার মনে পড়তেই মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যায়। আমি তানিয়ার কথা ভাবতে ভাবতে আঙ্গুলে লাগানো আংটিটার দিকে তাকালাম। আশ্চর্য তো ? এটা কিভাবে সম্ভব ? আংটিটা আঙ্গুলে নেই!

আংটিটা আঙ্গুলে না দেখে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম। খাটের বালিশ উল্টালাম, চাদরটা নিচে নামিয়ে দীর্ঘ সময় নিয়ে দেখলাম। নেই, আংটিটা কোথা ও নেই। দৌড়ে গেলাম মায়ের কাছে। মাকে দ্রুত গলায় বললাম,

- রাতে আমার রুমে গিয়েছিলে ?

- নাতো, তুই তো দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়েছিস। তাহলে রুমে যাবো কিভাবে ? রাকিব তোর কি হয়েছে ? ঠিকভাবে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিস কেন ?

আমি জবাব না দিয়ে দ্রুত পায়ে নিজের রুমে ছুটে আসলাম। আরো একবার পুরো বিছানাটা উল্টেপাল্টে দেখলাম। আংটিটা আঙ্গুল থেকে খুলে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, খুললে ও বিছানার উপরে থাকার কথা! তাহলে কোথায় উধাত্ত হয়ে গেল ?

তানিয়ার রহস্যময় এই আংটিটা খুনিকে বের করার জন্য হৃদয়ে যে তাড়া তৈরি করেছিল, আংটিটা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই সেটা পুরোপুরি কমে গেছে। আংটিটা হারিয়ে যাওয়ার পর তানিয়ার মৃত্যু নিয়ে অনেকবার ভাবার চেষ্টা করেছি, চেষ্টা করেছি সবার চোখের আড়াল হয়ে মৃত্যুর দিন আমাকে আংটিটা দিয়ে যাওয়ার পেছনে রহস্য বের করতে।দুটি ঘটনার কোন রহস্যই বের করতে পারিনি। আনিকার কাছে পুরো ঘটনাটি বলতে খুব ইচ্ছে হয়। বলবো বলবো করে বলা হয়না, মাঝে মাঝে মনে হয় ঘটে যাওয়া এই দুটি ঘটনা থাকুক না হয় রহস্যময় হয়।

শনিবার সন্ধ্যার একটু পরেই এয়ারপোর্ট এসে পৌঁছলাম। আমাকে এগিয়ে দিতে মায়ের সাথে আনিকা এসেছে। আনিকার ভীষণ মন খারাপ। পুরো সময়টা একদম চুপচাপ। এয়ারপোর্টের ভেতরের গেইটে ঢুকার সময় হয়ে গেছে। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আনিকার কানের কাছে এসে বললাম,

- মাত্রই তো তিনটা মাস, দেখবে সময়টা দ্রুত কেটে যাবে। এভাবে মন খারাপ করে থাকলে দেশে এসে কিন্তু একসাথে বৃষ্টিতে ভিজবো না।

আনিকা মুচকি হাসি হাসলো। মা তাকিয়ে আছে আমার দিকে, আনিকা হাসি লুকানোর চেষ্টা করছে।

পরদিন দুপুরে বিমান থেকে বিদেশের মাটিতে নামলাম। নেমেই ফোন দিয়ে আনিকাকে জানালাম পৌঁছার খবর। বড় মামা এগিয়ে নিতে আগে থেকেই অপেক্ষা করছে। বড় মামার সাথে গাড়িতে উঠেই চারদিকে তাকিয়ে সবুজ গাছপালা মিস করতে শুরু করলাম। মনে হলো নিজ জন্মভূমির মতো সবুজে মাখানো প্রকৃতির রূপ কোথা ও নেই।

Kobitor.com.pdf

গাড়ি থেকে নেমে রুমে আসলাম। বড় মামার পাশের রুমে থাকার জায়গা হয়েছে। রুমে ঢুকে মোবাইলে ইন্টারনেট কানেক্ট নিয়ে অনলাইনে ঢুকার পর পরই আনিকার ফোন আসলো। ফোনটা রিসিভ করতেই আনিকা দ্রুত গলায় বললো,

- রাকিব শোন, আমার দূর সম্পর্কের খালাতো ভাই মামুন ফোন দিয়েছিল। ওই যে তোকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। ফয়সালের সাথে একই অফিসে চাকুরি করে। চিনতে পেরেছিস ?

আমি জোরালো গলায় বললাম,

- হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি।

আনিকা বললো,

- মামুন ফোন দিয়ে বললো, ফয়সাল এবং তিশা দু'জনেই ভয়াবহ বিপদে পরেছে। গতকাল অফিসে আসতে পারেনি। দু'জনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের একটা ছোট ভিডিও কে যেন অনলাইনে ছেড়ে দিয়েছে। ভিডিওটা এতো দ্রুত ভাইরাল হয়েছে, এখন কেউ লজ্জায় ঘর থেকে বের হতে পারছে না।

আমি সহজ গলায় বললাম,

- ভিডিওটা আমি ছেড়েছি। ফয়সালকে কথা দিয়েছি আইনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেবো। কথা রেখেছি, তবে।

- তবে কি ?

আমি আত্মবিশ্বাসী গলায় বললাম,

- তবে ফয়সালের উপলব্ধি করা উচিত। আমার প্রিয় বোন তানিয়াকে মৃত্যুর পরে ও ড্রাগ এডিক্টেট হিসেবে পরিচিতি করিয়ে যে অপবাদ ছড়িয়েছে। এই রকম অপবাদ নিয়ে বেঁচে থাকাটা প্রতিটা মানুষের জন্য কতটা কঠিন।

আনিকা কঠিন গলায় বললো,

- তিশা মেয়েটার কি অপরাধ ছিল, মেয়েটাকে ক্ষমা করা যায়নি ?

Kobitor.com.pdf

আমি শীতল গলায় বললাম,

- খুনীদের ক্ষমা করতে নেই।

আনিকা চুপ করে আছে। আমি ফোনটা কেটে দিয়ে নিজকে নিজে প্রশ্ন করছি, যা করেছি ভুল করিনি তো ?

[সমাপ্তি]

লেখকঃ- #মতিউর_মিয়াজী

[গল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ার জন্য ধন্যবাদ]

আমাদের সকল গল্পের pdf লিংক

Kobitor.com pdf